জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নেপালে নিখোঁজ

বিপর্যস্ত নেপালে মৃত্যু প্রায় ৫৭৯ জনের। এখনও নিখোঁজ বাংলার ৩৯ জন। নিখোঁজদের মধ্যে একটি পরিবারের সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেছে। তবে ভারতীয় হাইকমিশন জানাচ্ছে, এক ট্যুর সংস্থার ৩২ জন এখনও নিখোঁজ

ভারী বৃষ্টি

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে। মেঘলা আকাশ থাকবে। বাতাসে আর্দ্রতা থাকায় ভ্যাপসা গরম থাকবে। বেশ কিছু জেলায় হলুদ সতর্কতা

৩ সেপ্টেম্বর অ্যাপ ক্যাব ধর্মঘট চরম যাত্রী-ভোগান্তির আশঙ্কা

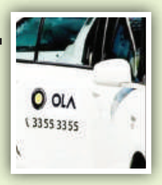

প্রেম ভাঙতেই পর্দা ফাঁস বিজেপি-রাজ্যে প্রশ্নচুরির

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৮৮ • ২৯ অগাস্ট, ২০২৬ • ১১ ভাদ্র ১৪৩৩ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 88 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 29 AUGUST, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

ক্যাথিড্রাল রোডের ছাত্র সমাবেশে প্রত্যয়ী ঘোষণা নেত্রীর

ফিরে আসবে তৃণমূল

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস এবং রাখিবন্ধন উৎসব পালন। মধ্যমণি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিল মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।

জেলায় যাব দেখি কে আটকায়

প্রতিবেদন : কেন বারবার আদালতের অনুমতি নেব? আমি এবার জেলাসফরে যাব। শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে নেত্রী বলেন, আমাকে বলছে আমি যাতে বেরতে না পারি তার ব্যবস্থা করবে— কত বড় বুকের পাটা! কিছুদিন আগেই নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিগত তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন, ফেসবুকেই আপনি থাকুন বিকেলবেলা। আপনাকে রাস্তায় বেরতে হবে না। (এরপর ৯ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

রক্তমাটি

মাটিতে এতো রক্ত কেন?
ধুলোগুলো রক্তে ভিজে গেলো যে!
জলের বদলে কি রক্তস্নান
না খাবার জল এখনও লাল?
কেন বঙ্গভূমি-রক্তভূমি।।
রক্ত কি? এর আবার
কি উন্নততর সংজ্ঞা মা?
রক্ত যোজনা? না রক্ত খাজনা?
ক্ষমতার মোহ রূপকন্যা?
খুঁটি উপড়ে যুদ্ধভূমি!
রক্তে এতো কর্মভূমি
রক্তের গড় কি লালগড়?
রক্তের নাম কি লালগড়?
কে আপন, কে হলো পর!
রক্তপানে কিসের সচ্ছলতা
এ কোন সন্ধ্যা-শুভ্রতা?
এ কি সৃষ্টির অগ্রগতি
না বোধোদয়হীনতা!

ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দেখে শিক্ষা নিন

মুখোশ খুলবে ছাত্র ও যুবরাই

প্রতিবেদন : বাংলায় আরও একটা পরিবর্তন আসছে। খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমতায় ফিরবে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে প্রত্যয়ী ঘোষণা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর সাফ কথা, চুরি করে বাংলা দখল করেছে বিজেপি। কিন্তু চিন্তা করবেন না। আবার বাংলার রাজনীতিতে ধস নামবে, পরিবর্তন আসবে শীঘ্রই। এবার বিজেপির লোকেরাই বিজেপিকে জবাব দেবে। তৃণমূল আবার ফিরে আসবে। একইসঙ্গে নেত্রী সতর্ক করে দেন শুভেন্দুকে। বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দেখে শিক্ষা নিন। এবার আপনার পালা। ছাত্ররাই আপনাকে সরিয়ে দেবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি মানুষের ভোটে জেতেনি, চুরি করে রাজ্যের ক্ষমতায় দখল করেছে। সেই চুরির ইতিহাস আমরা পাল্টে দেব। আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান বলেও একটা জিনিস আছে। বাংলার রাজনীতিতে যে ধস নামবে শীঘ্রই, তাতে কে কোথায় থাকবে— দেখে নিন। তাঁর কথায়, বাংলা জুড়ে এখন বিজেপির লুম্পেনদের মাতামাতি চলছে। মানুষ এসব সহ্য করবে না। বিজেপি দলটার কোনও সংগঠন নেই, গোটা বাংলা জুড়ে পুলিশকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। এবার আমি পুলিশের বিরুদ্ধে কেস করব। এই অত্যাচার চলতে পারে না। রাখিবন্ধনের দিন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করলাম। এদিন নাম না করে শুভেন্দুকে আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূলনেত্রী বলেন, বাবু বেরিয়েছে বলে রাস্তা বন্ধ। ৪০টি গাড়ির কনভয় নিয়ে যাবেন। আমার পাড়ায় সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। বাবু কখন যাবেন, স্যালুট করতে হবে। বলি স্যালুট করতে হলে নবান্নে গিয়ে করুন। এরপর তিনি বলেন, চমকাতে-ধমকাতে গিয়ে দেখেছেন তো কী হল! ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দেখে তো এবার শিক্ষা নিন। এবার আপনি। আমাদের কিছু করতে হবে না। (এরপর ৯ পাতায়)

নেত্রীর নির্দেশে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্সকে।

অত্যাচার ততটাই করুন যতটা সহ্য করতে পারবেন : অভিষেক

বেইমানদের জায়গা নেই তৃণমূলে

প্রতিবেদন : একজন বেইমানকেও আগামী দিনে দলে ফেরত নেওয়া হবে না। শুক্রবার ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের মঞ্চ থেকে স্পষ্ট জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বিজেপিকেও একহাত নিলেন অভিষেক। বিজেপিকে নিশানায় তাঁর হুঁশিয়ারি, গতকাল অবৈধভাবে আমাদের দলীয় কার্যালয়ের বিলবোর্ড খুলতে এসেছিল। গোটা কলকাতার পুলিশকে লাগিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা সাইনবোর্ড খুলবে বলে। আমি বিজেপির বন্ধুদের বলব, অত্যাচার ততটাই করুন যতটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখবেন।

রাখি পূর্ণিমার পুণ্যদিনেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস। মঞ্চেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষে থেকে অভিষেকের হাতে রাখি বেঁধে দেওয়া হয়। (এরপর ৯ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯৯৪ তুষারকান্তি ঘোষ (১৮৯৮-১৯৯৪) এদিন প্রয়াত হন।

পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক। ১৯২৮ থেকে আমৃত্যু অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তুষারকান্তির বাবা শিশিরকুমার এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৭ সালে তুষারকান্তির উদ্যোগে 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকতার পাশাপাশি প্রাচীন বাংলা গান, বিশেষত টপ্পা ও কীর্তন গানেও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল।

২০২১ বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬-২০২১) প্রয়াত হন। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি শিকার কাহিনি বা অরণ্যপ্রেমিক লেখক। তাঁর সৃষ্টি 'বাবলি', 'মাধুকরী', 'কোজাগর', 'হলুদ বসন্ত', 'একটু উষ্ণতার জন্য', 'কুমুদিনী', 'খেলা যখ' এবং 'ঋজুদা' বাংলা কথাসাহিত্যের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে তুলনারহিত আঙ্গিকে।

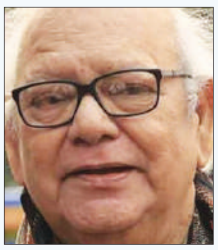

২০০৫ নিউ অরলিয়ান্সে এদিন আছড়ে পড়ে ক্যাটরিনা ঝড়। মারা যান ১,৮৩৬ জন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার।

১৯৫৮ মাইকেল জ্যাকসন (১৯৫৮-২০০৯) এদিন জন্ম নেন। বাবা-মায়ের অষ্টম সন্তান ছিলেন তিনি। 'পপ সংগীতের রাজা' বলে স্বীকৃত এই আমেরিকান গায়ক, গীতিকার ও নৃত্যশিল্পী চার দশকের বেশি সময় ধরে সবচেয়ে প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর 'মুনওয়াক' ও 'রোবটে'র মতো জটিল নাচ অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বলা হয়, সংগীত জগতে তাঁর মতো এত পুরস্কার আর কেউ কোনওদিন পাননি।

১৯১৫ ইনগ্রিড বার্গম্যান (১৯১৫-১৯৮২) এদিন সুইডেনের স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন। এই তারিখেই ১৯৮২-তে লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। পাঁচ দশক ধরে এই অভিনেত্রী ইউরোপ ও আমেরিকার চলচ্চিত্র জগতে উজ্জ্বল তারকা হয়ে বিরাজ করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ক্যাসাব্লাঙ্কা', 'গ্যাসলাইট', 'নটোরিয়াস', 'মার্ডার অন দি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস', 'অটাম সোনাটা' প্রভৃতি। তিনবার অস্কার, চারবার গোল্ডেন গ্লোব, দু'বার প্রাইম এমি অ্যাওয়ার্ড এবং একবার বাফটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

১৯৭৬ কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রয়াণদিবস। ১৯৪২ সাল থেকেই বিদ্রোহী কবি পক্ষাঘাতে বোধশক্তিহীন নীরব নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫৩-তে ইউরোপে পাঠিয়েও তাঁকে সুস্থ করা যায়নি। ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যান। ১৯৭৫-এর শহিদ দিবসে তাঁকে 'একুশে পদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ঢাকাতেই 'ফুলের জলসায়' চিরদিনের জন্য 'নীরব' হয়ে যান কবি। সেখানেই রাষ্ট্রীয় সম্মানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

১৯৪৭ বাবাসাহেব আম্বেদকরকে এদিন সংবিধান খসড়া সমিতির সভাপতি করা হয়, যা স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণ পরিষদ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

১৯০৫ ধ্যানচাঁদ (১৯০৫-১৯৭৯) এদিন প্রয়াগরাজে জন্মগ্রহণ করেন। এই কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড়ের জন্যই ভারত ১৯২৮, ১৯৩২ এবং ১৯৩৬-এর অলিম্পিকে স্বর্ণপদক লাভ করে। সত্যি কথা বলতে কী, ভারত যে ১৯২৮ থেকে ১৯৬৪-র মধ্যে অনুষ্ঠিত আটটি অলিম্পিকের ভেতর সাতটিতেই সোনা জিতেছিল তার পেছনে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান ছিল ধ্যানচাঁদেরই। তাঁকে হকির জাদুকর বলা হত। ১৯৫৬-তে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর জন্মদিবস বলেই এই দিনটি জাতীয় ক্রীড়াদিবস হিসেবে পালিত হয়।

১৯১১ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় এদিন খাবারের সন্ধানে হাজির হয় ইয়াহি জনগোষ্ঠীর শেষ জীবিত ব্যক্তি ইশি। শ্বেতাঙ্গদের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে শুরু করে আমেরিকার আদি বাসিন্দা এই জনগোষ্ঠীর মানুষজন। ইশি বেঁচেছিলেন ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিল। যক্ষ্মা রোগে মারা যান ইশি।

কর্মসূচি

▲ দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সুলেখা দে-র নেতৃত্বে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বেতর মোড়ে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করে। ছিলেন পার্থ বসু, তরুণ সান্যাল, গৌতম মৈত্র প্রমুখ।

◄ ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে হাওড়ায় জেলা তৃণমূল (সদর) মুখ্য কার্যালয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও সমর্থকের উপস্থিতিতে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা তৃণমূল প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী চন্দনকান্তি চক্রবর্তী।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮০৮

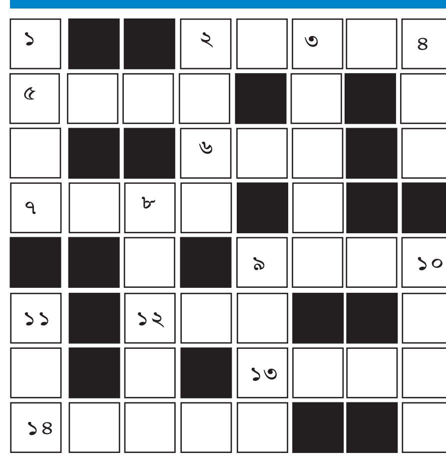

পাশাপাশি : ২. ব্রহ্মা ৫. মন্দ অভ্যাস ৬. আনন্দদায়িনী ৭. সম্যক জ্ঞান ৯. অভিন্ন শরীর, একাত্মা ১২. নিবারণকারী ১৩. ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা ১৪. পরিপাক শক্তি।

উপর-নিচ : ১. ছল ২. ব্যাপ্তি, বিস্তার ৩. সেই সময়ের ৪. অপনোদন ৮. বিজলি, চপলা ৯. একত্র মিলিত ১০. নাকাল ১১. ভারতে বসবাসকারী আদিবাসী জনজাতিবিশেষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮০৭ : পাশাপাশি : ১. আরোপ ৩. উপসেক ৫. সর্বাঙ্গ সুন্দর ৭. ভড়ং ৮. লঘিমা ১০. বাগানবিলাস ১২. নটবর ১৩. জবান।
উপর-নিচ : ১. আলজিভ ২. পরিসংখ্যান ৩. উপাঙ্গ ৪. কঠোর ৬. সুশীলসমাজ ৯. মাঝখান ১০. বাহন ১১. বিস্তার।

২৮ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৯৯০০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৬০৭০০
হলমার্ক গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫২৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪৫৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৫৮	৯৬.৫৪
ইউরো	১১০.১৩	১১১.২২
পাউন্ড	১২৮.৮৪	১৩০.৩৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ জিৎ

■ সারা আলি খান

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না দিলে আপনার ভাণ্ডার খুলে দেব, হুঁশিয়ারি নেত্রীর

প্রতিবেদন : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কেড়ে নিলে আপনাদের ভাণ্ডার খুলে দেব। নাম না করে সরাসরি শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলে থাকাকালীন শুভেন্দু এবং তাঁর পরিবার সমস্ত রকম সুবিধা নিয়ে গদ্দারি করেছে দলের সঙ্গে। এমনকী বিধানসভা নির্বাচনের আগে নানান রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েও ক্ষমতায় আসার পর তার এক আনাও পূরণ করেনি। উল্টে ক্ষমতায় এসেই রাজ্যের মহিলাদের জন্য চালু থাকা সামাজিক প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করেছে জুমলা পার্টি। এবার এই নিয়েই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনের আগে মহিলাদের দ্বিগুণ টাকা দেওয়ার যে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা আজ সম্পূর্ণ স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো জনমুখী প্রকল্পকে কালিমালিপ্ত করতে এবং লক্ষ লক্ষ উপভোক্তার নাম বাদ দিতে বিজেপি যে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তার বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠেন তিনি। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের

আমলে আপনি পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। আপনার বাবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। দীঘা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বাঁকুড়া-মেদিনীপুর সবকিছুর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিন নয়তো আপনার ভাণ্ডার খুলতে দিন। আমি চাইলেই অনেক কিছু বলতে পারি। কিন্তু আমি এতটা নো লেভেলে পলিটিক্স করি না। আমি এতদিন কিছু বলিনি সবাইকে সম্মান দিয়েছি। আপনারা চুরি করেছেন সম্মান দেখাবেন কীভাবে। কিন্তু কাউকে সম্মান করতে না পারেন— অসম্মান করবেন না।

এর আগেও নেত্রী দাবি করেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে বিকল্প ব্যবস্থার আশ্বাস তিনি দিয়েছেন। জানিয়েছিলেন, যারা অন্নপূর্ণা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের নাম, ঠিকানা, বুথের নাম, কী কাজ করেন তার লিস্ট পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সংগ্রহ করতে আগামী দিনে নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা করা হবে যার মধ্যে দিয়ে এই তথ্য জোগাড় করা হবে।

অপদার্থ সরকার, বন্ধ করে দিচ্ছে সামাজিক প্রকল্পগুলি

প্রতিবেদন : ভোটে কারচুপি করে ক্ষমতায় এসে একের পর এক সামাজিক প্রকল্প বন্ধ করে দিচ্ছে। নিজেদের দেওয়া গালভরা প্রতিশ্রুতি পূরণেও ব্যর্থ সরকার। শুক্রবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একহাত নিলেন বিজেপিকে। তিনি বলেন, এটা একটা অপদার্থ সরকার। কোনও ওয়ার্ডে বিজেপির কোনও ওয়ার্কার নেই। এরা সকলেই লুম্পেন। যারা জোর করে ভোটে জিতেছে তাদের ওপরওয়ালা শাস্তি দেবে। শাস্তি দেবে মানুষ। কারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে এই সরকার ব্যর্থ।

এদিন বিজেপি সরকারকে ধিক্কার দিয়ে নেত্রী বলেন, আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত। আমরা ১৫ বছর সরকার চালিয়েছি এই পুলিশকে দিয়ে। আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী আনার প্রয়োজন পড়েনি। এই সরকার এতটাই অমানবিক যে কর্মীদের দিয়ে দ্বিগুণেরও বেশি কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আগে ১০০ দিনের কাজে ছয় ঘণ্টা কাজ করতে হত। কিন্তু এখন তারা সেই কাজ ১৪ ঘণ্টা করাচ্ছে! ১৬ হাজার এসএসকে-এমএসকের বেতন বন্ধ করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কাড়ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে। নেত্রী বলেন, ফুটপাত নোংরা আছে, খালি করুন অসুবিধে নেই। কিন্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং বিকল্প ব্যবস্থা করে দিন। যদি এই ব্যবস্থা করতে না পারেন তাহলে হকারদের প্রত্যেকটা পরিবারকে মাসে ২৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিন, যতদিন না ব্যবস্থা করতে পারছেন। টোটো-অটোচালকেরা জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে। আবার বাইক চালালেও ট্যাক্স দিতে হবে। এখন বিজেপি বনাম বিজেপি লড়াই— কে কত কাটমানি খাবে? সেই নিয়ে লড়াই। তোলাবাজির সরকার। কিছু দলদাস পুষেছে। ভাবছে দলদাসরা সাপোর্ট দিচ্ছে।

অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়

প্রতিবেদন : ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের কার্যালয়ের বিলবোর্ড খুলে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল। শুক্রবার বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বেঞ্চে মামলার শুনানি হলেও এই মুহূর্তে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি আদালত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বিলবোর্ডটি ইতিমধ্যেই খুলে ফেলা হয়েছে এবং এই পর্যায়ে বিষয়টিতে জরুরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

চাইলে কয়েকটা লাইব্রেরি বানিয়ে দিতে পারি, পাল্টা জবাব নেত্রীর

প্রতিবেদন : রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে এবং মানুষের সমর্থন হারিয়ে কার্যত দিশেহারা হয়েছে বিজেপি। তাই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। বিধানসভা গ্রন্থাগার থেকে ১৯টি বই নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেরত দেননি বলে অভিযোগ করেছেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। এবার মিথ্যে অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলেন তৃণমূলের সুপ্রিমো। ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে তিনি সাফ জানান, এমন খারাপ দিন আসেনি যে বই চুরি করতে হবে! চাইলে আমি তিন-চারটে লাইব্রেরি বানিয়ে দিতে পারি। বিজেপির এই পরিকল্পিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে নেত্রী বলেন, আমার নামে কুৎসা রটানো হচ্ছে। চাইলে আমি আরও তিন-চারটে আস্ত লাইব্রেরি বানিয়ে দিতে পারি। তিনি যে কোনওদিন বিধানসভার লাইব্রেরিতে গিয়ে বই তোলেননি, সে-কথা দলের পক্ষ থেকেও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। হীন রাজনৈতিক স্বার্থে নেত্রীর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতেই এই অবান্তর গল্প ফাঁদা হচ্ছে। তাঁর নিজেরই বিশাল ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। যদি তাঁর নামে কোনও বই ইস্যু হয়েও থাকে, তবে তা কে, কার স্বার্থে এবং কী উদ্দেশ্যে তুলেছিল, তার তদন্ত হওয়া উচিত। সরাসরি যোগাযোগ না করে সংবাদমাধ্যমের সামনে এভাবে 'বই চুরির' সস্তা তত্ত্ব খাড়া করা অত্যন্ত কুরুচিকর। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যে নিকৃষ্ট কাজ শুরু করে বিজেপি, তা নজিরবিহীন ও অত্যন্ত রুচিহীন।

উচ্ছেদ করেছিল বিজেপি, দশ হকার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য তৃণমূলের

প্রতিবেদন : নির্মমভাবে উচ্ছেদ করেছে বিজেপি। কেড়ে নিয়েছে হকারদের রোজগার। অসহায় ১০ হকার পরিবারের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ছাত্রপরিষদের চাঁদার অর্থ ওই পরিবারগুলির হাতে তুলে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তৃণমূল ছাত্রপরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন তৃণমূলের মানবতার আরও একবার সাক্ষী হয়ে থাকল শহর থেকে রাজ্য। এদিন মঞ্চ থেকেই সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন নেত্রী। বিজেপির উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েই হকার পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর কথা দেন। অসহায় পরিবারগুলিকে সাহায্য ঘোষণা করে নেত্রী বলেন, তৃণমূল ছাত্রপরিষদের পাঁচ টাকা করে চাঁদায় ১০টি হকার পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এদিন ছিল রাখি। তাই নেত্রী বলেন, মৈত্রীর এই বন্ধনের একার হকার পরিবারগুলির মুখে একটু হাসি ফুটুক। তাঁরাও যেন মিষ্টি মুখ করতে পারেন তাই এই ভাবনা। বিভেদ নয়, তৃণমূল কংগ্রেস বন্ধনে বিশ্বাসী বলেও এদিন বার্তা দিয়েছেন নেত্রী। শুধু আর্থিক সাহায্যই নয়, অসহায় হকার পরিবারগুলির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 August, 2026 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পিছু পিছু

এ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর আর কোনও উপায় নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে যান, পিছু পিছু তিনি সেই পথ ধাওয়া করেন। সেই বারুইপুর দিয়ে শুরু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে যাবেন শুনে তাঁকে আটকে দিয়ে পরের দিন সেখানে পৌঁছে যান শুভেন্দু। হালিশহরে তৃণমূল কর্মীকে থানায় পিটিয়ে মারল পুলিশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পটে যেতেই আটকে দেওয়া হল। যেভাবে হোক মৃতের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আটকাতে হবে, নির্দেশ পুলিশকে। পরের দিন পেটোয়া ক্যামেরা আর কয়েকটা গদি মিডিয়াকে নিয়ে হাজির সেখানেও। নায়কের স্টাইলে সব ডায়ালগ দিলেন। এরপর পার্ক স্ট্রিটে রাজ্যের পুরমন্ত্রী সরকারের মাথা হেঁট করে দিলেন। পথবাসী মা ফুটপাথে দুধ গরম করায় যেভাবে বকলেন, যেন মনে হল, ওনার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন মা-সন্তান। শুভেন্দু শত সমালোচনাতেও চুপ ছিলেন। কিন্তু তৃণমূলনেত্রী পাশে দাঁড়াতেই টনক নড়ে শুভেন্দুর। বেঁধে আনা হল মা-সন্তানকে। বললেন, আমি তো আছি। এবার ছাত্র পরিষদের সভায় মানুষ রাস্তায় নেমে আসায় পুলিশকে বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে। আসলে শুভেন্দুকে তো তৈরি করেছিলেন, পদ, সম্মান দিয়েছিলেন নেত্রী। ভোডাফোনের ওই প্রাণীটির মতো নেত্রীর পিছনে এক সময় ঘুরতেন। এখনও সেই ঘোরার অভ্যাস রয়ে গিয়েছে।

জলরোষ

নেপালের রসুয়া জেলায় ভোটকোশি নদীর অববাহিকায় আকস্মিক হড়পা বান হিমালয় অঞ্চলের চরম ভঙ্গুরতা পুনরায় স্পষ্ট করেছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদা, বরফ ও শিলাখণ্ড মুহূর্তেই সীমান্ত এলাকার বহুতল ভবন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সেতু ধ্বংস করে দেয়। এই বিপর্যয় কেবল আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং হিমালয়ের জটিল ভূতাত্ত্বিক গঠন ও পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার ভয়ঙ্কর প্রতিফলন। কনিষ্ঠ ও সক্রিয় পর্বতমালা হওয়ায় ভারতীয় ও ইউরেশীয় প্লেটের সংঘর্ষে এ অঞ্চল অত্যন্ত ভূকম্পনপ্রবণ। সম্প্রতি তিব্বতে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে সৃষ্ট ভূমিস্খলন নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করে, যা ভেঙে এই ধ্বংসলীলা ঘটে। পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়নে হিমবাহ গলে 'GLOF' বা হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণের ঝুঁকি বাড়ছে। একই সাথে অনিয়ন্ত্রিত পাহাড় কাটা ও লাগামহীন পরিকাঠামো নির্মাণ পাহাড়ি ঢালের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। তিব্বত থেকে উৎপন্ন ভোটকোশি নদী নেপালের ত্রিশূলী হয়ে ভারতে প্রবেশ করায় এই হড়পা বান সীমান্ত পেরিয়ে আন্তঃদেশীয় পরিবেশগত সংকট তৈরি করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে

অতিবৃষ্টি, তুষারধস ও ভূমিকম্পের 'ক্যাসকেড ইফেক্ট' বা শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। পূর্বাভাসহীন এই দুর্যোগ প্রমাণ করে প্রকৃতির ক্ষমতার সামনে প্রযুক্তিগত অহংকার কতটা নিরুপায়। তাই হিমালয়ের মতো অতিসংবেদনশীল এলাকায় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং আগাম বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোই এখন গুরুত্বপূর্ণ।

— শুভজিৎ বসাক
সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা ৫০

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

রাষ্ট্রবাদ! রাষ্ট্রবাদ!!
সেটা খায় না মাথায় মাখে?

রাষ্ট্রবাদের উগ্র রূপের ভয়াবহতা বাংলায় ক্রমে প্রকটিত হচ্ছে। যে উগ্র রাষ্ট্রবাদ নাৎসিবাদ হয়ে উঠে 'আমরা বনাম ওরা' মানসিকতা তৈরি করে, সেই রাষ্ট্রবাদ এখন ডানা ঝাপ্টাতে চাইছে বাংলার শান্ত আকাশে। ইতিহাসের পাতা থেকে বিজেপির পছন্দের রাষ্ট্রবাদকে টেনে বের করে এনে সমকালে তার উলঙ্গ আদিখ্যেতা তুলে ধরলেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

অর্ধশিক্ষিত শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর প্রায়-অশিক্ষিত চ্যালা চামুণ্ডারা ইদানীং একটি পারিভাষিক শব্দ নিয়ে খুব লাফালাফি করছে।

শব্দটি হল 'রাষ্ট্রবাদ'।

মনোনিবেশ করলে বোঝা যায়, গোবর মাখা ও চোনা ঢালা বুদ্ধিতে যাকে সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রবাদ বলা হচ্ছে, ধ্রুপদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেটাই জাতীয়তাবাদ। জাতির মধ্যে যে ঐক্যভাব বর্তমান থাকে তাকে জাতীয়তাবাদ বলে। একে ভাবগত ঐক্য বলা যায়; যে ঐক্যবোধ জনসমাজকে একই রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করে, জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করে। এটি একটি এমন মানসিক অনুভূতি, যার প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষই নিজেদের, পৃথিবীর অপরাপর জনসমাজ বা জনগোষ্ঠীর থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক বলে মনে করে।

বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, জাতীয়তাবাদ হল এমন এক সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুভূতি যা পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লয়েড জাতীয়তাবাদকে আধুনিক বিশ্বের ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন।

পক্ষান্তরে, লেনিন নিপীড়নকারী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত ও নির্যাতিত জাতির গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে জাতীয়তাবাদকে দেখেছেন। আবার জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব, যেখানে কোনওরকম সংকীর্ণতার বালাই নেই। কবি ১৯১৬-'১৭ সালে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময় বিভিন্ন জায়গায় যেসব বক্তৃতা দেন, সেগুলি সংকলিত হয়ে তার 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সেখানে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিজের মৌলিক চিন্তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতির চেয়ে মানুষই ছিল বড়ো। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদের প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়, তাতে মনুষ্যত্বের অবক্ষয় ঘটে। এই রাষ্ট্রবাদী ধারণার প্রশ্রয়ে একদা বাংলায় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল। এখন খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন গেয়ে পথ পরিক্রমা সম্ভবত সেই পরিমণ্ডলের পুনঃপ্রসৃতির লক্ষ্যে এক প্রবল প্রয়াস। কারণ, রাসেলের মত মানলে, এই রাষ্ট্রবাদী চেতনার নিউক্লিয়াস হল হিন্দুত্বের ধর্মীয় চেতনা যা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে এক সাদৃশ্য ও ঐক্যের অনুভূতি প্রদান করে এবং সেটির প্রণোদনায় হিন্দুরা পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখবে বলে আশা করা যায়।

আবার, রাবীন্দ্রিক মনীষার ধারায় বিষয়টি বুঝতে চাইলে দেখা যাবে, এরকম হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র চেতনার প্রভাবে মানুষের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়, তাতে মনুষ্যত্বের অবক্ষয় ঘটে। বিজেপি শাসিত ভারতবর্ষে তেমন দৃষ্টান্ত কোনও দিন বিরল প্রতিপন্ন হয়নি।

চর্যাপদ থেকে সাধক রামপ্রসাদের গান পর্যন্ত প্রায় সাতশো বছরের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ সম্পর্কিত গান বা রাষ্ট্রিবাদী কাব্যের উদাহরণ নেই। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, এদেশে ইংরেজ শক্তির আগমনের আগে স্বদেশ চেতনার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

সেখানে, ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষের আরও বেঁধে-বেঁধে থাকার প্রবণতা রাষ্ট্রবাদকে অন্যরকম মোড়ক দিয়েছিল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে এই অবস্থানের বদল হয়। দেশের বিপর্যয় বা বিপন্নতার সঙ্গে এক নিবিড় যোগাযোগে রাষ্ট্রবাদী ভাবনার অভিমুখের পরিবর্তন হয়। ফলত, বাংলার সাহিত্যে সঙ্গীতে সেটা প্রতিফলিত হয়। বাংলা গানে জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশপ্রেমের প্রবেশ এই মাটিতে রাষ্ট্রবাদের উন্মেষের সাথে সাথেই। চেতনার প্রকাশ ঘটে মূলত 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা'-র প্রবর্তনে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় শিক্ষিত বাঙালি মননে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে 'Prospectus for the Promotion of National Feeling Among the Educated Natives of Bengal' নামে একটি অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন। সম্পাদক নবগোপাল মিত্র এটি তাঁর 'ন্যাশনাল পেপার'-এ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন এবং এই রচনা পাঠ করে তাঁর মনে একটি জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠার অভিলাষ জন্মায়। এরই ফলশ্রুতিতে নবগোপাল মিত্রের আন্তরিক উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির গণ্যমান্য সদস্যবৃন্দ, (এঁদের মধ্যে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) রাজনারায়ণ বসু এবং মনমোহন বসু প্রমুখের সহযোগিতায় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল (চৈত্র সংক্রান্তি, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ) 'হিন্দুমেলা'-র প্রতিষ্ঠা হয়।

হিন্দুমেলায় গীত গানগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গান : 'মিলে সবে ভারতসন্তান / একতান মন-প্রাণ / গাও ভারতের যশোগান। / ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?/ কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান? / ফলবতী বসুমতী / স্রোতস্বতী পুণ্যবতী / শতখনি রত্নের নিধান!/ হোক ভারতের জয়, / জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়'।

গানটিকে সেই সময়ে জাতীয়সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই গানের প্রশস্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ('বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭১-৭৬) লিখেছিলেন— "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সহিত বাজিতে থাকুক"। এই গানই সম্ভবত তাঁকে পরবর্তীকালে 'বন্দে মাতরম্' লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

হিন্দুমেলা, হিন্দুত্ব, এসবের সঙ্গে ঐতিহাসিক কারণে বন্দে মাতরমের যোগসূত্র বুঝে কিংবা না বুঝে বিজেপি এখন রাষ্ট্রবাদের প্রচারের অছিলায় বন্দে মাতরমকে অবলম্বন করে যাদবপুরে আপন আধিপত্য জাহির করতে চাইছে। এবং, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাদের স্বল্প বোধ ও অল্প জ্ঞানের কারণে তারা জানছে না, আর তাই জানাচ্ছেও না, যে আগমার্কা রাষ্ট্রবাদী না হওয়া অনেক কবি ও গীতিকার স্বদেশপ্রেমের গান বেঁধেছেন ও গেয়েছেন।

যেমন সলিল চৌধুরী যিনি লিখেছেন, 'পথে এবার নামো সাথি পথেই হবে পথ চেনা / জনস্রোতে নানান মতে /মনোরথের ঠিকানা/ হবে চেনা, হবে জানা।' তিনিই লিখেছেন, 'ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে, / আমার জীবন-মরণে তোমায় চাই না ভুলিতে। / আমি তোমার তরে স্বপ্ন রচি আমার যত গান, / তোমার কারণেই দেব জীবন বলিদান / ওগো জন্মভূমি মা গো মা —'।

অর্থাৎ, বাংলার রাষ্ট্রবাদী চেতনায় লেনিন, রবীন্দ্রনাথ ও রাসেলের সংজ্ঞা মেনে কোনও জলবিভাজিকা রেখা নেই। এই সত্যটা যতদিন না এই অর্ধমূর্খরা বুঝতে পারছেন, ততদিন বন্দেমাতরম নিয়ে এসব নাচনকোদন বঙ্গ মনে স্থায়ী আসন বিছাতে পারবে না।

গর্জে উঠল ছাত্র-যুবরা ● আঠাশের মঞ্চ থেকে অঙ্গীকার

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারও অস্থায়ী করে দেব : কল্যাণ

প্রতিবেদন : আঠাশের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে জোড়া চ্যালেঞ্জ দিলেন তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ বলেন, জেনজিরা দেখিয়েছে ভারতে কীভাবে আন্দোলন করতে হয়। টিএমসিপি-র কাছে অনুরোধ, যত বাধা আসুক লড়াই করতে হবে, ১০ বার জেলে পাঠালেও জেল থেকে বেরিয়ে এসে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' বলে, 'শুভেন্দু অধিকারী মুর্দাবাদ' বলে আবার আন্দোলনে নামতে হবে। কল্যাণ বলেন, দুটো চ্যালেঞ্জ আছে। শুভেন্দু অধিকারী অনেক ভয় দেখিয়েছেন, আমরা ভয় পাই না। ২০ জন সাংসদ দিয়ে শুরু করেছি, এরপর ৬০ জনের পদ খারিজ করব। প্রথম চ্যালেঞ্জ— ভবানীপুরে কাউন্টিংয়ের সিসিটিভি ফুটেজ একবার দেখিয়ে দিন। আর একবার জনতার সামনে আপনার নির্বাচন কমিশনের চামচা দিয়ে ভবানীপুরের রিকাউন্টিংটা হয়ে যাক। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ— শুভেন্দু অধিকারী আপনি একা বন্দে মাতরমের ৪ স্তবক গান গেয়ে শুনিয়ে দিন। না পারলে পশ্চিমবঙ্গের জোকার হিসেবে আপনার নাম থাকবে। আপনি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন আপনাকে আমি সংবিধান শেখাব। আপনার হিসেব ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে সুপ্রিম কোর্টে তুলে নেব। সাংসদ আরও বলেন, যাঁরা এতদিন ধরে দল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভালোবেসে তৃণমূল করেছেন, তাঁরাই আজ এখানে আছেন। যাঁরা চুরি, জোচ্চুরি করেছেন তাঁরা একসঙ্গে পাল্টি খেয়ে চলে গিয়েছেন। আমি কথা দিচ্ছি ২০ জন সাংসদের পদ খারিজ করে দেখিয়ে দেব। আগামী এক বছরের মধ্যে এই আসনগুলিতে পুনর্নির্বাচন করে দেখাব। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আপনার পকেটের লোককে লোকসভার দলনেতা বানালেন— দেখলেন তো তাঁকে আমি টেম্পোরারি করে দিলাম! আজকের মঞ্চ থেকে বলে যাচ্ছি, মুখ্যমন্ত্রীর পদেও শুভেন্দু অধিকারী টেম্পোরারি। দিন ঘনিয়ে এসেছে। আটকাতে পারবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সুতো-লাট্টুর মতো ঘুরছে শুভেন্দু অধিকারী।

■ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১-এ ফের সরকার গড়বেন তৃণমূলনেত্রী, বার্তা কুণালের

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ির বাইরে বেরতে না-দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শুক্রবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের হুঁশিয়ারি, এক ঘণ্টা মমতাদি এখানে থাকবেন। ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখান! এদিন পাশাপাশি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে উঠে সরাসরি বালিশপন্থীদের নিশানা করলেন বেলেঘাটার বিধায়ক। ওই শিবির বালিশ-চাটা, সেখানে যাঁরা আছে তাঁদের শরীরে মানুষের রক্ত নেই। ওঁরা আসলে গদ্দার, তাঁদের বাংলায় কোনও জায়গা নেই। কুণাল আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ৫টা জেনারেশন তৈরি করে যাবেন। এর পরেই তিনি স্লোগান তোলেন, 'আয় চাটনরা দেখে যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা'। কুণালের কথায়, মমতাদিও ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠেছেন। কন্যাশ্রী থেকে সবুজসাথী— এই প্রকল্পগুলো মমতাদি করেছিলেন। বেইমানদের উদ্দেশে কুণাল বলেন, কয়েকজন চোর-জোচ্চর ইচ্ছা করে বালিশ-শিবিরে গিয়েছেন। বাঁচতে ওইখানে গিয়েছেন। আর কয়েকজনকে পুলিশ দিয়ে চাপ দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এর পরেই কুণালের সাফ কথা, ২০৩১ সালে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গড়বেন। তৃণমূলের মাদার, যুব এবং সব শাখা সংগঠনকে এক থাকতে হবে, ৫টা আঙুল একমুঠো হলে বিজেপি সামলাতে পারবে না, বার্তা কুণালের। কুণালের আরও সংযোজন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে আছে সেটাই আসল তৃণমূল। এই লড়াই বৃথা যাবে না, ধৈর্য রাখুন। বেলেঘাটার বিধায়ক আরও জানান, লোকসভা নির্বাচনে এবার ক্ষমতায় আসবে বিজেপি-বিরোধী ইন্ডিয়া জোট যার নেতৃত্বে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ কুণাল ঘোষ।

গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

প্রতিবেদন : এক সময় এই রাজ্য বামেদের সরকার ছিল। তারা তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে কলেজের গেটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে সভা করতে দিত না। আমি তখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি ছিলাম। সেই দিন দেখেছি, আজ আবার একটা দিন দেখছি। এই রাজ্যের বর্তমান সরকার গণতন্ত্র মানে না। এরা বাক্ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। এই বিজেপি সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কায়েম করে সমস্ত বিরোধীদের শেষ করে দিতে চাইছে। ছাত্র সমাজকে আজ এর বিরুদ্ধে এক হয়ে প্রতিবাদ জানাতে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আন্দোলনে। আজ আঠাশ অগাস্ট সেই শপথ নেওয়ার দিন। এই ভাষাতেই শুক্রবার ক্যাথিড্রাল রোডের সভা থেকে টিএমসিপি-র নেতা-কর্মীদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এই সরকার তৃণমূলকে শেষ করতে চায়। গত কয়েক মাস ধরে আমাদের অফিস ভাঙা হচ্ছে, কর্মীদের মারা হচ্ছে, তাদের ঘরছাড়া করা হচ্ছে। গতকালই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে হামলা করেছে। অফিস থেকে দলের বোর্ড খুলে দিয়েছে। এ সব চলতে পারে না। এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কলেজের গেটে গিয়ে সভা করতে হবে। শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে হত্যা করছে। বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে বেরতে দেবে না, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে আক্রমণ হবে। এর প্রতিবাদে আপনার গর্জে, আজকের দিনে এটাই আমার আপনাদের কাছে আবেদন।

■ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

আমাকে গালি দিয়ে ২২ হাজার কোটি মাফ! গদি মিডিয়াকে নিশানা অভিষেকের

প্রতিবেদন : টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মঞ্চ থেকে গদি মিডিয়াকেও কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, অভিষেক ২৫টা ব্যাগ নিয়ে আমেরিকা পালিয়ে গিয়েছেন বলে দেখিয়েছে যে সংবাদমাধ্যম তাদের কর্ণধারের ২২ হাজার সাড়ে ৬ কোটি টাকার ঋণ এনসিএলটি বিজেপি সরকার মাফ করে দিয়েছে।

চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন অভিষেক। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে অনুমতি দেয়। এই সময় হঠাৎই এক সংবাদমাধ্যম বিজেপির এক মন্ত্রীর কথার রেশ ধরে দেখিয়ে দেয়, অভিষেক ২৫টি ব্যাগ নিয়ে আমেরিকা পালিয়ে গিয়েছে। এদিন মঞ্চ থেকে গদি মিডিয়াকে নিশানা করে বলেন, এখানে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা আছে, তারা কী খবর পরিবেশন করছে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫টা ব্যাগ নিয়ে আমেরিকা পালিয়ে গেছে! গতকাল দেখছি, যে সংবাদমাধ্যম এই খবরটা পরিবেশন করেছে তার যিনি কর্ণধার তার ২২ হাজার কোটি টাকার ঋণ এনসিএলটি বিজেপি সরকার মাফ করে দিয়েছে। আমাকে গালাগালি করার জন্য ২২ হাজার কোটি টাকা মাফ! অভিষেক বলেন, যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুরি করে ভোটে জিতেছে, এই লড়াই বাংলার প্রত্যেক বুথ থেকে গণতান্ত্রিকভাবে উৎখাত করার লড়াই। আমি বিজেপিকে বলব, তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্পর্শ করা দূরের কথা, বুকের পাটা থাকলে ছাত্র যুবদের সঙ্গে আগে লড়ে দেখাও।

কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, আপনাদের সংবাদমাধ্যম অনেক কিছু দেখাবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পালিয়ে গেছে। যতদিন না আমার মৃতদেহ দেখবেন, আর মৃতদেহের উপর জোড়াফুলের পতাকা দেখবেন, কারুর কথা বিশ্বাস করবেন না। এদের যা জেদ, তার দশ গুণ জেদ আমার। যব তক মে মরা নেহি, তব তক মে হারা নেহি। লড়াই তো হবে। কত ধানে কত চাল বোঝাব। তোমার ইডি, সিবিআই, কলকাতা পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, এসটিএফ, সিআইডি সবাইকে লাগাও। যত ক্ষমতা আছে প্রয়োগ করো, তাও জয় বাংলা, জয় হিন্দ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ বেরবে।

বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল, মহিলাদের ৩০০০ টাকা করে অন্নপূর্ণা যোজনা দেব। এই যে নেত্রী বসে আছে, সিঙ্গল ইঞ্জিন চালিয়েছে। সিঙ্গল ইঞ্জিন চালিয়ে আড়াই কোটি মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছেন। আর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মোদিবাবুর সাহায্য নিয়েও দেড় কোটি মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনা দিতে পারছে না, এটাই পার্থক্য। আমাদের সরকার এক মাসের মধ্যে ৮০ লক্ষ যুবক-যুবতীকে যুবসাথী ভাতা দিয়েছিল ১৫০০ টাকা করে। আজ প্রায় ৭৫ লক্ষ যুবককে বাদ দিয়ে দিয়েছে, এক কোটি মহিলাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূলের ছাত্র সমাবেশের নানা মুহূর্ত

মঞ্চ থেকেই পাশের রাস্তার যানজট সরালেন দলনেত্রী

প্রতিবেদন : আদালতের অনুমতি নিয়ে ক্যাথিড্রাল রোডের পাশে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান চলছিল। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল পুলিশের। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করা হচ্ছিল না সঠিকভাবে। ফলে মঞ্চের পাশের রাস্তায় তীব্র যানজট দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে হাজির হয়েই ট্রাফিক কন্ট্রোল করলেন। মঞ্চের পাশের রাস্তার যানজট সরালেন নিজে দাঁড়িয়ে।

আদালতের নির্দেশ মেনেই এদিন সভা করে মমতাপন্থী তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। মঞ্চে উপস্থিত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ দোলা সেন, বিধায়ক কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ ছাত্র-যুব নেতৃত্ব। মাইক্রোফোন হাতে বক্তা তখন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ই মঞ্চে পৌঁছলেন তৃণমূল সভানেত্রী। সভায় তখন উপচে পড়া ভিড়। ফলে তার প্রভাব পড়ে রাস্তাতেও। থমকে যায় যানচলাচল। মঞ্চ থেকেই দৃশ্য নজরে পড়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর। মাইক হাতে তুলে নেন তিনি। নিজেই সমানে পুলিশকে অনুরোধ করেন যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু সেই কথায় কাজ না হওয়ায় দলনেত্রীর নির্দেশে রাস্তায় নেমে যান নিয়ন্ত্রণ করেন তৃণমূল বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতা-কর্মী। সভা বন্ধ রেখে অপেক্ষা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সুপ্রিমোর কথায়, এত ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চললে পদপিষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। এর মধ্যে একটি অ্যাম্বুল্যান্সও আটকে যায়। সব গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্সকে সঠিক পথ দেখিয়ে রাস্তায় খালি করিয়ে দেন তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে ২১ জুলাইয়ের সভা আদালতের নির্দেশ মেনে করা হলেও, পুলিশ যান নিয়ন্ত্রণ না করতে না পারায় তার দায় গিয়ে পড়ে তৃণমূলের উপর। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার নিজে দাঁড়িয়ে রাস্তা খালি করে প্রশাসনের মুখ বন্ধ করে দিলেন তৃণমূল সভানেত্রী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

গর্জে উঠল ছাত্র-যুবরা ● আঠাশের মঞ্চ থেকে অঙ্গীকার

ছাত্রছাত্রীদের আওয়াজ দিল্লি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেবে

প্রতিবেদন : ছাত্র-যুবদের উপর আঘাত হানা সরকারকে নড়িয়ে দিয়েছে ছাত্র-যুবরাই। সন্ত্রাসবাদী, লুটেরা শাসক দলকে চোখে আঙুল দিয়ে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে। তাদের আন্দোলনের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয়েছে এই বিজেপি সরকার। ২৮- এর মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে এভাবেই ঝাঁঝাল বক্তৃতায় সরব হলেন তৃণমূল আইটি সেল এর ইনচার্জ উপাসনা চৌধুরী। সংবিধান হাতে নিয়ে উপাসনা বলেন, দিল্লিতে ছাত্রদের রক্তাক্ত করে যারা তারা সংবিধান মানে না। নেতাজির মূর্তি ভাঙা নিয়ে শাসক দলের তীব্র নিন্দা করে আইটি সেল-এর ইনচার্জ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নেতাজিমূর্তির পাদদেশেই শাসকদলের মুকুট রাখবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তৃণমূলের ফেসবুক পেজ রেস্ট্রিকটেড করা নিয়েও সরব হয়েছেন এই নেত্রী। পাশাপাশি গীতার শ্লোকের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, পৈশাচিক শক্তিকে ধ্বংস করতে ধ্বংস করতে ভালো শক্তির উদয় হবে। সন্ত্রাসবাদী শাসক দলকে জবাব দেওয়া এই ছাত্র-ছাত্রীরাই বলবে দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান। এরপরই উপাসনা বলেন, বাংলার ছাত্র ছাত্রীদের আঘাত করা অত সহজ নয়, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন একটি ব্র্যান্ড। আর সেই ব্র্যান্ড এই ছাত্রযুবরা নিয়ে চলে। তাই আঘাত হানতে এলে জ্বলে উঠবে ছাত্রেরা। শাসকদলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিজেপি মনে রাখবে এই ছাত্র-যুবরা ফ্লাওয়ার নয় ফায়ার।

■ উপাসনা চৌধুরী

বিজেপির ত্রাসের বিরুদ্ধে পথে নামবে বাংলার ছাত্রসমাজ

প্রতিবেদন : বিজেপি সরকারের রাজত্বে বঙ্গভঙ্গ প্রেক্ষাপটে ছায়া। বাংলার মানুষের ভোট নিয়ে বাংলাকে ভাগ করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু বন্ধনের রাখি পরে বাংলার মানুষ বিজেপিকে জবাব দেবে, বাংলা এক। ভাষার ভিত্তিতে, জাতির ভিত্তিতে ভাগ করা যাবে না। রাখি বন্ধনের ইতিহাস বলে ২৮-এর মঞ্চ থেকে বিজেপিকে এভাবেই কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী। তিনি বলেন, এই বাংলা এক থাকবে। যে চাঁদ দেখে আমরা ইদের বিরিয়ানি খাই সেই চাঁদ দেখেই আমরা কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর ভোগ খাব। নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে অপমান করা বিজেপিকে এই বাংলা মেনে নেবে না বলেও আক্রমণ শানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। ১৫ বছর তৃণমূল সরকারের খতিয়ান তুলে ধরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি এদিন বিজেপিকে এক হাত নেন। তিনি বলেন, বাংলা সম্প্রীতির, ভ্রাতৃত্বের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে তা দেখেছেন বাংলার মানুষ। কোনদিনও ভাগের রাজনীতি করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। মানুষকে এক করেছে। কিন্তু বিজেপি আসার পরেই গরিবদের পেটে লাথি মেরেছে। উচ্ছেদের রাজনীতি করছে। বিজেপি প্রমাণ করে দিয়েছে তারা সাধারণ মানুষের নয়, বড়লোকদের সরকার। এর পরই ছাত্র-যুবদের উদ্দেশে প্রিয়াঙ্কা বলেন ছাত্র- যুবরা এই বিজেপিকে জবাব দেবে। বিজেপির বিরুদ্ধে পথে নামবে বাংলার ছাত্রসমাজ বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

■ প্রিয়াঙ্কা অধিকারী

শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকী সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি

■ তীর্থরাজ বর্ধন

প্রতিবেদন : ভোট লুট করে জেতার পর থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে গৈরিকী-সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি। ২৮-এর মঞ্চ থেকে বিজেপির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এভাবেই সরব হলেন তৃণমূল নিলেন ছাত্রনেতা তীর্থরাজ বর্ধন। তিনি বলেন, স্লোগান ভুলে গেলে হবে না। যতই করুক হামলা আবার জিতবে বাংলা। তাই এই হামলার জবাব দিয়েই বাংলা ফের যে তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপরই তৃণমূল কংগ্রেসের একের পর এক জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ছাত্রনেতা বলেন, ২০২১ বিধানসভা ভোটের আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করে দলনেত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্টুডেন্ট ক্রেডিট, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দেওয়া হবে। নির্বাচনের পরে সেই কথা রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতিটা ছাত্র-যুব এবং মায়েরা পেয়েছেন প্রকল্পের সুবিধা। এটাই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক ক্রিয়েটিবিলিটি। অথচ ভোট লুটেরা বিজেপি সরকার তিন মাসেই দেখিয়ে দিয়েছে তাদের মিথ্যাচারের নমুনা। ভোটের আগে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটের পরে নানা রকম নিয়মবিধি ফেলা হয়েছে। বাংলার মানুষকে ঠকিয়ে রঙ্গ তামাশা করছে বিজেপি বলে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দেন এই ছাত্রনেতা।

■ নেত্রীর নির্দেশে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্সকে।

বাংলায় ফের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবার লড়াই

■ কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মই হয়েছে এই ভারতবর্ষ থেকে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপি নামক বিতাড়িত করতে। বললেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএমসিপি-র ছাত্রনেতা কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেন, এই রাজ্যে ৪৩টি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। ১৮১টি আইটিআই তৈরি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্যের মতো ছেলেরা আজ বাংলার গলিতে-গলিতে রয়েছে। যার মা'রা চার মাস আগে প্রতি মাসে লক্ষ্মীর ভান্ডার, যার ঠাকুমারা বার্ধক্য ভাতা পেত। কিন্তু ৪ মে-র পর কী আছে, শুধুই কাঁচকলা! দিঘাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন তা বিশ্ববন্দিত। তাঁর আমলে বাংলার মানুষ সরকারি ভাতার আওতায় এসে উপকৃত হয়েছিলেন তা মানতেই হবে। তাই আজ আমাদের আরও একবার প্রতিজ্ঞা করতেই হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা আবার বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবই।

তরাই, ডুয়ার্সের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে এই বিজেপি

প্রতিবেদন : আমাদের ক্ষমতা চাই না, সরকার চাই না, আমরা শুধু দিদি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাই। তারা সঙ্গে থাকলেই আমরা সব লড়াইয়ে জয়ী হব। আঠাশের মঞ্চ থেকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন উত্তরবঙ্গের টিএমসিপি নেত্রী বিদ্যা বার্লা। তিনি বলেন, শুধু এই কথাটা বলতেই আমি উত্তরবঙ্গ থেকে আপানাদের সামনে এসেছি। উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স এলাকার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে এই বিজেপি সরকার। আজ থেকে চার মাস আগে তারা বলেছিল, আমাদের ভোট দিন। আমরা আপনাদের জন্য আচ্ছে দিন নিয়ে আসব। আড়াইশো টাকা থেকে দৈনিক মজুরি বেড়ে ৫০০ টাকা হবে। কিন্তু আজ এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, তরাই-ডুয়ার্সের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে এই বিজেপি। কোথায় ৫০০ টাকার প্রতিশ্রুতি? ২৮-এর মঞ্চ থেকে বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিদ্যা। শেষে তিনি বলেন, কিন্তু জেনে রাখুন আমাদের রোখা যাবে না, কারণ, আমাদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন।

■ বিদ্যা বার্লা

এই সরকার বেশিদিন টিকবে না

প্রতিবেদন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮-এ দল তৈরি করেছিলেন। তারপর ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেছিলাম। এই দীর্ঘ ১৩ বছর তিনি লড়াই করেছেন। আপনাদের বলব, আপনারা শুধু তিন বছর লড়াই করুন, এই বিজেপি সরকার বেশি দিন থাকবে না। রাজ্যে যা চলছে তাও বেশিদিন চলবে না। এর প্রতিবাদ করতেই হবে ছাত্র সমাজকে। আঠাশের মঞ্চ থেকে তাদের সেই প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন টিএমসিপি নেতা কল্লোল মজুমদার। তিনি বলেন, ছাত্রদের তো অনেক সংগঠন আছে, তবু কেন টিএমসিপি? ভুলে যাবেন না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, মতো প্রকল্প এনেছিলেন। যা রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত উপকার করেছিল। এই জন্য আজ বাংলায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে, কমেছে নাবালিকা বিবাহের হার, কমেছে শিশুমৃত্যুর হার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লোকসভা অথবা বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে মেয়েদের উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করেছেন। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মানুষের জন্য সেবাশ্রয় করেছেন। এগুলো মাথায় রাখতে হবে। সেই সঙ্গে আগামী দিনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

■ কল্লোল মজুমদার

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

29 August, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূলের ছাত্র সমাবেশের নানা মুহূর্ত

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধকারীদের রুখতে আসুন একজোট হই

প্রতিবেদন : গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে চায় যেসব শক্তি, তাদের বিরুদ্ধে একজোট হতে হবে। শুক্রবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে এক্স মাধ্যমে বিশেষ বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাত্র-যুবদের উদ্দেশে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিটি সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লেখেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় আপনাদের দীর্ঘ ও সাহসী সংগ্রাম বাংলার যুবশক্তির দৃঢ়তা, সহনশীলতা এবং অদম্য মানসিকতারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। দেশ তথা রাজ্যকে ভবিষ্যতের পথ দেখাবেন আপনারাই। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে আমার আহ্বান, আসুন, যারা গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে এবং জনগণের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিতে চায়, সেই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াই। আমাদের এই লড়াইয়ে আপনারা সবাই শামিল হোন। আসুন, আমরা সবাই মিলে দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্পের সঙ্গে এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাই। এটাই হোক আমাদের আগামী লক্ষ্য।

কেরলের দোকান থেকে সোনা চুরি করে পালিয়ে আসা কারিগরকে ধরল খড়্গপুর রেল পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ সমীর। তার কাছ থেকে ১৫০ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়েছে

রাখি উৎসব

উলুবেড়িয়ার ধূলাসিমলায় হাওড়া জেলা যুব তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পথচলতি মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হল।

গাছ ও জলকে রাখি পরিয়ে পরিবেশরক্ষার বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢাকুরিয়ায়। উদ্যোগ অত্রি সোসাইটি।

গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের তপসিয়া বাসস্ট্যান্ডে পথচলতি মানুষকে হাতে রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নীলু মণ্ডল।

জামালদহ বিএসএফ ক্যাম্পে স্থানীয় শিশু-কিশোরীরা গিয়ে সীমান্তের অতন্দ্রপ্রহরী জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দিল।

বেনজির হুমকি মুখ্যমন্ত্রীর

যাদবপুরে ড্রোন উড়বে বিতর্কিত পোস্টার খুঁজতে

প্রতিবেদন : যাদবপুরের পড়ুয়াদের নিয়ে কুকথা মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠ বিষে ভরা। রাখিবন্ধন সৌভ্রাতৃত্বের উৎসব। সম্প্রীতির উৎসব। সেই উৎসবে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শুধুই শাসানি। হুমকির সুর শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর স্পষ্ট কথা, এবার হয় ওই 'বেয়াদপে'রা থাকবেন, নয় 'রাষ্ট্রবাদী'রা। যাদবপুরের পড়ুয়াদের 'বেয়াদপ', এমনকী 'দেশদ্রোহী', 'আবর্জনার স্তূপ' বলতেও বাধল না তাঁর। হাজার হোক তাঁরা তো এ দেশেরই শিক্ষিত পড়ুয়া। তাঁদেরকে কুরুচিকর আক্রমণ শানালেন শুভেন্দু। বললেন, যাদবপুরের পড়ুয়ারা নিট আন্দোলনেও ভারতকে নিয়ে কোনও স্লোগান দেয় না, বলে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি'। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উঠে এল টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের কথা। আবার ড্রোন উড়িয়ে আর্টস হোস্টেলের দেওয়ালে 'রেড স্যালুট কিষেণজি', 'ফ্রি কাশ্মীরে'র পোস্টারের খোঁজ চালাবেন বলে জানান।

তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সনাতনী-বিরোধী বলেও ট্যাগ সেঁটে দেন। বলেন, স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস, সনাতন সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি, বাঙালিদের পরম্পরা, মুনি-ঋষিদের পরম্পরা থেকে বিচ্যুত এঁরা। আচার্যকে পর্যন্ত অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। রাষ্ট্রবিরোধী কাজ, সনাতনবিরোধী কাজ, ভারতীয় বাঙালি পম্পরাকে ধ্বংস করতে যাদবপুরের পড়ুয়ারা মদত দেয় বলেও তিনি অপবাদ দেন। তিনি অভিযোগ করেন, 'রাষ্ট্রবাদী' পড়ুয়াদের জোরে করে চে গেভারার টি-শার্ট পরিয়ে আন্দোলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজাদি স্লোগান নিয়েও তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশে কু-কথা বর্ষণ করেন। বলেন কিসের আজাদি চান? হেরোইন, গাঁজা, ড্রাগ নেওয়ার আজাদি? টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের আজাদি? তাই এবার নয় এরা থাকবে, নয় আমরা। মাঝে আর কিছু হবে না!

একই পরিবারের ৩ জনের রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : তিন মাস আগে মেয়েকে নিয়ে সোমসপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন বাবা ও মা। সকালে তিনজনের ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথমে ধনিয়াখালি গ্রামীণ হাসপাতালে তিন জনের দেহ নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। হুগলির ধনেখালিতে একই পরিবারের তিনজনের রহস্যমৃত্যু। সিলিং ফ্যান থেকে উদ্ধার হল বাবা, মা এবং মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। রহস্য বাড়িয়ে ঘরের দেওয়ালেই লেখা ছিল সুইসাইড নোট। সেই সুইসাইড নোটে মৃতের এক প্রতিবেশী এবং বাড়ির মালিকে পরিবারের তিন জন সদস্যের নামও লেখা ছিল।

কাঁকসায় চিকিৎসক পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : আবার পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। এবার পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায়। হস্টেলের রুম থেকে উদ্ধার হল চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহ। নাম অভিষেক কুমার। বয়স ২০। বিহারের সীতামারি এলাকার বাসিন্দা। কাঁকসার রাজবাঁধের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতেন। হস্টেলের ঘর থেকে পাওয়া যায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। সহপাঠী নামাজ পড়ে এসে দেখতে পান। কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে পরিবারকে।

শিশুচোর সন্দেহে বধূকে গণপিটুনি

সংবাদদাতা, বসিরহাট : রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। তার জেরেই আবার নির্মম ঘটনা। শিশুচোর সন্দেহে এক গৃহবধূকে গাছে বেঁধে নির্মমভাবে গণপিটুনি দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। মারধরের ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যার সত্যতা যাচাই করা হয়নি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাটের হাসনাবাদ এলাকায়। উত্তর ২৪ পরগনার

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার কালুতলা এলাকার ঘটনা। প্রায় ৪০ বছর বয়সি এক গৃহবধূকে শিশুচোর সন্দেহে কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠেছে, শুধুমাত্র শিশুচোর সন্দেহের ভিত্তিতেই কি একজন মহিলাকে এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে মারধর করা যায়? এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মুখোশ খুলবে ছাত্র ও যুবরাই

(প্রথম পাতার পর) যেখানে অত্যাচার হবে, অপমান হবে একজোট হয়ে অত্যাচারীদের মুখোশ টেনে খুলে দিতে আমাদের ছাত্র-যুবরাই যথেষ্ট। মনে রাখবেন, আমি ছাত্র রাজনীতি করা লোক। তাই আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করবেন না। ছাত্র রাজনীতিকে দমানো যায় না। ছাত্র-যুবরা রুখে দাঁড়ালে পতন অনিবার্য।

এদিন বিজেপির পুলিশ-রাজ নিয়ে তোপ দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও সংযোজন, বিজেপি বলছে— যা বলবে তাই করতে হবে। আমরা বলছি— বিজেপি যা বলবে তার উল্টোটা করব। কারণ আমরা ওদের মানি না। ওরা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি করে। আমি যে পুলিশকে নিয়ে কাজ করতাম, তারা মানবিক ছিল। এই দানবিক পুলিশ ছিল না। তারা মানুষকে সাহায্য করত। দু-একটা ছোট ঘটনা ঘটলে তারা দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে। তারা মানুষকে সাহায্য করেছে। তারা বুলডোজার চালায়নি, গুলি চালায়নি টিয়ার গ্যাস চালাইনি। তারা মানুষকে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা একটা অপদার্থ সরকার। তিনি বলেন, এই সরকার নিজেদের পুলিশকেই বিশ্বাস করতে পারে না। বাংলার পুলিশের প্রতি বিশ্বাস নেই, ভরসা নেই। তাই ওরা কেন্দ্র থেকে বাহিনী আনছে। আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত। আমরা ১৫ বছর সরকার চালিয়েছি, এই পুলিশকে নিয়ে, কই আমাদের তো কেন্দ্রীয় বাহিনীর দরকার পড়েনি!

নেত্রী এদিন বলেন, আশুতোষ কলেজে ছেলে-মেয়েরা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে পতাকা তুলতে গিয়েছিল। তাদের আপনারা অ্যারেস্ট করেছেন। আগে ময়না, উপাসনা, প্রিয়াঙ্কাদের ফেস করুন। তারপর আমাকে ফেস করতে আসবেন। উপাসনার ফেসবুক কেন বন্ধ করেছেন? আপনারা কি ভাবেন একটা ফেসবুক বন্ধ হয়ে গেলে তার ফেস বন্ধ হয়ে যাবে? আইন যেমন আছে, তেমন আইনের বিকল্পও আছে। বিজেপি আর লুম্পেন হচ্ছে হাইভোল্টেজ ভাইরাস। যেখানে যাবে সর্বনাশ করে ছাড়বে।

জেলায় যাব, দেখি কে আটকায়

(প্রথম পাতার পর)

আর রাস্তায় আপনি যাতে না বেরতে পারেন তার ব্যবস্থাও আমি করব। এদিন সভামঞ্চ থেকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তৃণমূলনেত্রী বলেন, মনে রাখবেন, গায়ের জোরে সবকিছু চলে না। রাজ্য জুড়ে এখন বিজেপির ক্যাডারদের মাতামাতি চলছে, কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষ এসব অত্যাচার বেশি দিন সহ্য করবে না। নেত্রী বলেন, আমি শীঘ্রই জেলা সফর শুরু করব। অনুমতি না দেওয়া হলে রাস্তায় হাঁটব। গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কেন বারবার আদালতের অনুমতি নেব? আদালতে অনেক মামলা রয়েছে। আদালতের সময় নষ্ট কেন করছেন? এবার থেকে পুলিশ অনুমতি না দিলে জনগণের অনুমতি নেব। বিস্ফোরক অভিযোগ করে তৃণমূল সভানেত্রী বলেন, রোজ রাতে কালীঘাটে তাঁর বাসভবনের সামনে পরিকল্পিতভাবে পাগল-মদ্যপ ব্যক্তিদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যারা চিৎকার-চেঁচামেচি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ছাত্র সংগঠনের উদ্দেশ্যে দলনেত্রীর বার্তা, ছাত্র-যৌবনকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হবে। দরকার হলে জেলে যাবেন। এক মাস জেলের ভাত খাবেন। কিন্তু বিজেপির ভাত খাবেন না।

পদ্মশিবিরকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, ১৪ হাজার কেস দিয়েছেন তো? সুপ্রিম কোর্টে কল্যাণ লড়ছে, আমিও যাব। দরকার হলে ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে যাব। মনে রাখবেন, সরকারও ফাঁসবে। যাঁরা গ্রেফতার করবেন তাঁরাও ফাঁসবেন। তখন আমি দেখব। যাঁরা অত্যাচার করছেন, তাঁরা কোথায় থাকবেন, এখন থেকে ঠিকানা ঠিক করে রাখুন।

অত্যাচার ততটাই করুন যতটা সহ্য করতে পারবেন : অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

তার পরই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলে ওঠেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং আজকের দিনেই রাখি পূর্ণিমার উৎসব ভারতবর্ষ জুড়ে পালন করা হচ্ছে। আমি রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা, ভালবাসা, অভিনন্দন সকলকে জানাচ্ছি। আমাদের সমাজে যখন বিজেপি নামক এক রাজনৈতিক দল বিচ্ছিন্নতাবাদ, বৈষম্য এবং বিভাজনের রাজনীতি করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করতে চাইছে, এই রাখি বন্ধন ভাইবোনের পবিত্র বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করুক, সুদৃঢ় করুক। আমি এই আশা রাখছি এই মঞ্চ থেকে।

অভিষেক বলেন, এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দেশ যাচ্ছে যেখানে ছাত্র আন্দোলন সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। দিল্লির জমিদারেরাও ছাত্র যুব সমাজের কাছে কার্যত মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। চুরি করে ভোটে জিতে যারা ক্ষমতায় এসেছিল, তারা বুঝতে পারছে বাংলার অভিশাপ কী! ৪ তারিখ ভোটের ফল বেরিয়েছে আর ১৫ তারিখ ককরোচ জনতা পার্টি তৈরি হয়েছে। বাংলার অভিশাপ। আজকে যারা বাংলার গদি দখল করেছে, ছাত্র-যুবর আন্দোলনে তাদের গদি টলমল করছে। দলবদলু গদ্দারকে নিশানা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, কুণাল ঘোষ বলেছেন, অভিষেকের কাছে আর দলনেত্রীর কাছে আবেদন বেইমানগুলোকে ফেরত নেবেন না। আমি বুকঠুকে বলে যাচ্ছি— সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই একজন বেইমানকেও আগামী দিনে দলে ফেরত নেওয়া হবে না। নেত্রী যা ঠিক করবেন শিরোধার্য। কিন্তু যারা তৃণমূলের খেয়ে-পরে, তৃণমূলের এইসময় কর্মীদের হাত ছেড়ে 'বিসি গ্রুপ'-এ, আমি বালিশ চাটা বলি না, আমি বলি বিসি। বিসি গ্রুপে নাম লিখিয়েছেন আর বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন, তাদেরকে কিন্তু কোনও ছাড় আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস দেবে না।

অভিষেক আরও বলেন, ছোটোবেলায় মা-ঠাকুমারা বলতেন লোভে 'পাপ, আর পাপে মৃত্যু'। আজকে শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, আমরা ২০৮। আমি শুভেন্দু অধিকারীকে মনে করিয়ে দিই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২০০৬ সালে কলকাতা থেকে বলেছিলেন আমরা ২৩৫ ওরা ৩০, বাকি পাঁচ বছরে সিপিএমকে জীবাশ্ম করে দিয়েছিল বাংলার মানুষ। আপনারও শেষের শুরু হয়ে গেছে। বাকি পাঁচ বছর পর দূরবিন দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শেষ কথা পুলিশ বা বিজেপির নেতারা বলে না। বলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। আর উপরওয়ালা দেখছেন, উপরওয়ালা ছাড় দেয়, ছেড়ে দেয় না। সকলকে বুক চিতিয়ে লড়াই করতে হবে।

দিল্লি দরবার

29 August, 2026 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাক গুপ্তচরদের সাহায্য করার অভিযোগে দিল্লিতে গ্রেফতার হল এক দম্পতি। নাম মহঃ সাহিল এবং তার স্ত্রী সামিরা। অভিযোগ, বিভিন্ন জনের নামে সিমকার্ড তুলে তারা পাচার করত পাকিস্তানে

মৃত্যুসংখ্যা বেড়ে ৫৭৯, নিখোঁজ ছাড়াল ১৫০০

চিনে ভূকম্প, ফের হড়পা-আতঙ্কে নেপাল

কাঠমাণ্ডু: কাদামাটির স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে অজস্র মৃতদেহের স্তূপ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ছিন্নভিন্ন দেহ। সেগুলি বেলচা করে তুলছেন উদ্ধারকর্মীরা। এমনই হৃদয়বিদারক দৃশ্য নেপালের হড়পা-বিধ্বস্ত অঞ্চলজুড়ে। শুক্রবার এরই মধ্যে চিনে ভূমিকম্প। ফের হড়পা বানের আশঙ্কায় কাঁপছে ভারতের প্রতিবেশী নেপাল। চিনে ভূমিকম্পের জেরে ভোটে কোশীতে আবার তীব্র জলপ্রবাহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নুওয়াকোট-ধাদিং-চিতওয়ান-গোর্খায় জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, আবারও আছড়ে পড়তে পারে আরও বিপজ্জনক মাত্রার হড়পা বান। সরকারি তথ্যের দাবি, নেপালে হড়পা-বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা ৫৭৯। নিখোঁজ দেড় হাজারের বেশি। উদ্ধার করা হয়েছে ৮৪ ভারতীয়কে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানাচ্ছে, ৩২০ জন ভারতীয়র সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা যায়নি। নেপালের পর্যটক মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত ৮৫ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে। ৩৬ ঘণ্টায় নেপালের ত্রাণ তহবিলে জমা পড়েছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

বার্তা 'আগে সরুন'

বুধবারের বিপর্যয় শিক্ষা দিয়েছে, পাহাড়ি নদীতে হড়পা বান নামলে সতর্ক হওয়ার কোনও সময়ই পাওয়া যায় না। সেই কারণেই নেপালে প্রশাসনের নির্দেশে সাধারণ মানুষের কাছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে 'আগে সরুন' বার্তা। মাইকিং করে পুলিশের সতর্কবার্তা, নদীর জল দেখতে দাঁড়াবেন না, কান দেবেন না গুজবে। নদীর জল বাড়ার পরে আর পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অপেক্ষা নয়, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে আগেই।

ফের ভূমিকম্প

লক্ষণীয়, এক বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আতঙ্ক। শুক্রবার চিনের সিচুয়ানে ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্প। তার পরেই তিব্বতের দিক থেকে বিপুল জল ভোটে কোশী নদীতে ঢোকার খবর। তিব্বতের দিকে ফের একটি জলাধার বা বাঁধ ভেঙে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর ত্রিশূলী এলাকায় নতুন করে মানুষ সরানোর কাজ শুরু করেছে নেপাল প্রশাসন। নদীর জলস্তর আচমকা বেড়ে গেলে ফের ভয়াবহ হড়পা বান নেমে আসতে পারে, এই আশঙ্কায় নুওয়াকোট, ধাদিং, চিতওয়ান, গোর্খা-সহ বিস্তীর্ণ নদী অববাহিকায় সতর্কতা জারি হয়েছে। নেপাল পুলিশের বার্তা, নদীর ধার ছেড়ে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় চলে যান।

ফ্ল্যাশ-ফ্লাডের চোখরাঙানি

শুক্রবার চিনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশের লংচাং শহরের কাছে ভূমিকম্প হয় বলে চিনের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ সংস্থার তথ্য উদ্ধৃত করে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। সেই খবরের মধ্যেই নেপালে এল আরও উদ্বেগের বার্তা— ফের ভেঙেছে তিব্বতের দিকে জলাধার। এরই পরিণতিতে উপর দিক থেকে জল নামতে শুরু করলে ভোটে কোশীর জলস্তর দ্রুত বাড়তে পারে। আশঙ্কাটা কোথায়? ২৬ অগাস্ট তিব্বত-নেপাল সীমান্তের পাহাড়ি এলাকায় হিমবাহের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে। তার সঙ্গে বরফ, পাথর ও বিপুল পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ নেমে এসে নদীপথে ভয়ঙ্কর স্রোত তৈরি করে। সেই জল, কাদা ও পাথরের ঢেউ নেপালের রসুয়া জেলার দিকে নেমে এসে ভোটে কোশী নদী ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা, সেতু, বাড়ি এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ভেসে যায়। তিমুরে ও স্যাব্রুবেশি-সহ একাধিক এলাকা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ভয়ঙ্কর সেই স্রোত নেমে এসেছিল ত্রিশূলীর দিকে। নুওয়াকোটে নদীর জলস্তর দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, কোথাও মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে নদী কয়েক মিটার ফুলে উঠেছিল। ফলে মানুষকে সতর্ক করার সময়ও ছিল অত্যন্ত কম। এখন সেই ত্রিশূলী নদী ব্যবস্থাতেই ফের আশঙ্কা।

সীমান্তের উপরে নদীর গতিপথে আটকে তৈরি হওয়া নতুন জলাধার নিয়েও ইতিমধ্যে সতর্ক করা হয়েছে। পাহাড়ের ধস বা ধ্বংসাবশেষে নদী আটকে গেলে পিছনে দ্রুত জল জমতে থাকে। সেই প্রাকৃতিক বাঁধ দুর্বল হলে হঠাৎ ভেঙে যেতে পারে। তখন কয়েক লক্ষ ঘনমিটার জল একসঙ্গে নীচে নেমে এসে ফের হড়পা বান বা 'ফ্ল্যাশ ফ্লাড' এর মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। শুক্রবার নতুন করে সেই আশঙ্কাই মাথাচাড়া দিয়েছে।

সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ ভোটে কোশী-ত্রিশূলী-নারায়ণী নদীপথ ঘিরে। কারণ উপরের দিকে জলের প্রবাহ বাড়লে তার প্রভাব দ্রুত নীচের দিকে পৌঁছতে পারে। এই কারণেই রসুয়া ও নুওয়াকোটে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নুওয়াকোট, ধাদিং, গোর্খা ও চিতওয়ানের মতো নীচের দিকের জেলাগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে

পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে শুক্রবার সকালে জলাধার উপচে পড়ার খবরের পর রসুয়ায় উদ্ধারকাজও সাময়িক ভাবে থামিয়ে দিতে হয়েছিল। এমনকী হেলিকপ্টারে উদ্ধার অভিযানও নিরাপত্তার কারণে সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। নদীর নীচের দিকে মানুষকে উঁচু ও নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে দেখা যায়।

বিদেশি উদ্ধারকারী দলে নারাজ

অদ্ভুত ব্যাপার, নেপাল ত্রাণ এবং অর্থসাহায্য চাইছে অন্য দেশ থেকে, অথচ ঢুকতে দিচ্ছে না বিদেশি উদ্ধারকারীদের। জানা গিয়েছে, ভারত-সহ মোট ৮ দেশের প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে নেপাল। নেপালের উদ্ধারকাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ভারত। কিন্তু রাজি হয়নি বলেন্দ্র সরকার। পরে অবশ্য রাজি হয় তারা। একইভাবে চিন, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রিটেনও চেয়েছিল নেপালে উদ্ধারকারী দল পাঠাতে। কিন্তু নাকচ করে দিয়েছে নেপাল। তবে ভারত ইতিমধ্যেই নেপালে পাঠিয়ে দিয়েছে ৪৭.৫ টন ত্রাণসামগ্রী। কম্বল, তাঁবু, ওষুধ, খাবার, জেনারেটর-সহ নানা ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার একাধিক বিমান।

যমজ শিশুকে কোলে তুলে আদর

হড়পা বান বিধ্বস্ত এলাকায় দুটি যমজ শিশুকে উদ্ধার করে কোলে তুলে নিলেন সেনা জওয়ানরা। আদরও করলেন। যত্নও নিলেন। সমাজমাধ্যমের ভিডিওতে ছড়িয়ে পড়ল সেই দৃশ্য। সত্যিই গুরুতর সমস্যার মুখে নেপাল প্রশাসন। উদ্ধার-অভিযান অব্যাহত, কিন্তু মর্গে সংরক্ষণ করার জায়গা আর নেই, হাসপাতালগুলিতেও জায়গার সঙ্কট। এইভাবেই পরিস্থিতি চলতে থাকলে গণসৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

উপচে পড়ছে মর্গ

চিতোয়ান জেলার পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। জেলার সমস্ত মর্গ মিলিয়ে যেখানে মাত্র ৩০ থেকে ৫০টি দেহ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই জায়গা অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই সেখানে আরও ১৩৭টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কয়েকটি খালি বাড়িতে অস্থায়ী ভাবে প্রায় ২৫০টি দেহ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক এবং শুকনো বরফের জোগান নিশ্চিত করাও কঠিন হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে ২ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দেহ সংরক্ষণ করা হলেও এই ব্যবস্থা সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১৪ দিন কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছেন পোখারা অ্যাকাডেমি অফ হেল্থ সায়েন্সের অধিকর্তা সুশীল আরিয়াল। শনাক্তকরণ না হলে প্রশাসনকে অশনাক্ত দেহগুলির গণসৎকারের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।

পাটনায় আন্দোলনে যোগ দিয়ে হাজতে ৬ বছরের আদিত্য

নির্যাতনের শিকার বাবা-মাও

পাটনা : বাবা-মায়ের চোখেমুখে স্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ থাকলেও ছয় বছর বয়সী শিশুটির মধ্যে ভয়ের কোনও লেশ নেই। মায়ের পাশে বসে অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে সে জানিয়েছে, ভবিষ্যতে সে আবারও মিছিলে যোগ দেবে, কারণ— ইয়ে হামারে ভবিষ্য কী বাত হ্যায় (এটা আমাদের ভবিষ্যতের কথা)। গত ২৫ অগাস্ট পটনার ডাকবাংলা চকে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার্থীদের আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পর কোতোয়ালি থানার পুলিশ আদিত্য কুমার নামের ওই শিশুটিকে তার বাবা-মা সহ অন্তত ছয় ঘণ্টা আটকে রাখে এবং থানা প্রাঙ্গণে নির্যাতন চালায় বলে সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। আদিত্যর বাবা রঞ্জিত কুমার (৩০) ও মা মুন্নি কুমারী (২৮) অভিযোগ করেন, পুলিশ কেবল তাঁদের কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখেনি, বরং তাঁদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে। তাঁদের লাঠিপেটা করার পাশাপাশি বুট দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। গান্ধী ময়দান থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলে ডাকবাংলা চকে এসে যোগ দেয় প্রথম শ্রেণির ছাত্র আদিত্য। তার মা মুন্নি কুমারী জানান, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে দেখে ছেলে নিজেই মিছিলে যাওয়ার জেদ করে, তাই নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁরাও সঙ্গে যান। মিছিলে আদিত্য জাতীয় পতাকা হাতে তুলে নেয় এবং পুলিশের বাসের ওপর উঠে তা ওড়াতে থাকে। রঞ্জিত কুমার জানান, পুলিশ বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে একটি অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে তাঁদের সোজা কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় নির্মম নির্যাতন বলে অভিযোগ করেন ওই দম্পতি।

রঞ্জিত কুমার জানান, চারজন মহিলা পুলিশসহ অন্তত ছয়জন সদস্য একটি ছোট ঘরে নিয়ে তাঁদের নির্যাতন চালান। অভিযোগ, পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তারা পরামর্শ দিচ্ছিলেন আর মহিলা পুলিশকর্মীরা তাঁর স্ত্রীর পায়ের ওপর চেপে ধরেন। রঞ্জিতকে লাঠি দিয়ে তলপেটে, পিঠে ও পায়ের তলায় আঘাত করা হয়। সি-সেকশনে জন্ম নেওয়া আদিত্যর মা মুন্নি কুমারীর পেটে লাথি মারা হয় বলেও অভিযোগ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তিব্বত ও নেপাল সীমান্ত থেকে ভেসে আসা দেহগুলি নুওয়াকোট, চিতবন, তানাহুন এবং পরাসী জেলা থেকে উদ্ধার হচ্ছে। চিতবন জেলায় ত্রিশূলী ও নারায়ণী নদীর সংযোগস্থল থেকে ১৩৭টিরও বেশি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে

দেশ বিদেশ

নেপালের ১৩ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ক্ষতি
সমস্যার মুখে ভারতে বিদ্যুৎ রফতানি

কাঠমান্ডু: প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেনজির ধ্বংসের মুখে ভারতের প্রতিবেশি নেপাল। মৃত্যুমিছিল কোথায় থামবে তা অজানা। কয়েকশো ভারতীয় পর্যটক নিখোঁজ। এর মধ্যেই পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে হিমালয়ের কোলের ছোট্ট দেশটি। ইতিমধ্যেই

হড়পা বানের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নেপালের ১৩টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। সেদেশের বিদ্যুৎ দফতরের তরফে একথা জানানো হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এর মধ্যে রয়েছে ১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন দেবীঘাট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি থেকেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত ভারতে। বিপর্যয়ের পরে ভারতে বিদ্যুৎ রফতানির পরিমাণও প্রায় ৫০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে নেপাল। সাধারণত, নেপাল থেকে ভারত দিনে প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনে থাকে। এখন তার পরিমাণ কমিয়ে ৪০০ মেগাওয়াট করে দিয়েছে নেপাল। এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল ভারতের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে এক সর্বভারতীয়

সংবাদমাধ্যম। সরকারি সূত্রের খবর, নেপালের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে ভারত। দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করা সংস্থা 'গ্রিড ইন্ডিয়া'-র পরিসংখ্যান বলছে, বুধবার নেপালে বিপর্যয়ের দিনও সেদেশ থেকে ৯৬৩.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে ভারতে।

বিধ্বংসী হড়পা বানের জেরে নেপালের যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলি হল আপার ত্রিশূলি (২১৬ মেগাওয়াট), রসুয়াগড়ি (১১১ মেগাওয়াট), রাসুয়া ভোটেকোশী (১২০ মেগাওয়াট), সানজেন খোলা (৭৮ মেগাওয়াট), আপার মইলুং (৬.৪২ মেগাওয়াট), মইলুং খোলা (৫ মেগাওয়াট), লাইডং খোলা (২০ মেগাওয়াট), চিলিমে (২২ মেগাওয়াট), ত্রিশূলি হাইড্রোপাওয়ার (২৪ মেগাওয়াট), দেবীঘাট (১৪ মেগাওয়াট), আপার ত্রিশূলি-৩এ (৬০ মেগাওয়াট), আপার ত্রিশূলি ৩বি (৩৭ মেগাওয়াট), মিডল ত্রিশূলি গঙ্গা (১৫.৬ মেগাওয়াট)। এগুলির মধ্যে চিলিমে আর ত্রিশূলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে নেপাল। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের অভ্যন্তরীণ ঘাটতি মেটাতে সেদেশেও বিদ্যুৎ রফতানির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে নেপাল।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নেপাল দিনে ৪৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। এই বিদ্যুতের ৯০ শতাংশই আসে জলবিদ্যুৎ থেকে। বর্ষায় পাহাড়ি নদীগুলিতে জলের পরিমাণ এবং তীব্রতা বাড়ে। তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ে এই সময়। উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ ভারতে পাঠায় নেপাল। খরার মরসুমে আবার ভারত থেকেই বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয় কাঠমান্ডুকে। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ভয়াবহ পরিকাঠামো সংকটে ভারতের প্রতিবেশি দেশটি।

অশান্ত মণিপুরে ফের রক্তপাত, ৪ নাগা নাগরিককে গুলি করে হত্যা

ইম্ফল: অশান্ত মণিপুরে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতে চার নাগা নাগরিক নিহত হয়েছেন। ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি) এই হামলার জন্য কুকি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করলেও এখনও কোনও সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে দায় স্বীকার করেনি। ইউএনসি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এই ঘটনা 'বর্বরোচিত এবং সুপরিকল্পিত' বলে মন্তব্য করেছে।

সংগঠনটির মতে, এই ঘটনা ইন্দো-নাগা শান্তি প্রক্রিয়া এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটিতে নাগাদের অস্তিত্বের ওপর এক সরাসরি চ্যালেঞ্জ। তারা নাগাদের সজাগ থাকার এবং এই ধরনের বহিরাগত হুমকির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচান্দ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দাস কোন্থৌজাম এই হামলার তীব্র নিন্দা করে একে নিরর্থক সহিংসতা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা বলেন, এই ধরনের ঘটনা শান্তি ও

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে আঘাত করল। ইউএনসি নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করে জানিয়েছে, তাঁরা হলেন তাডসংবাউ রিংকাংমাই, মারিয়াকদিবাউ উইজুনামাই, অনিল উইজুনামাই এবং উইসোবাউ চারেনামাই। শীর্ষ এই নাগা সংস্থা আরও জানায় যে, হামলায় গাইকামং রিংকাংমাই নামে অপর এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন এবং জাপৌ এম.কে. নামের এক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন। মণিপুরের কাংপোকপি জেলার মাকুই আশাং এবং থানাম্বা নাগা গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনার জন্য কুকি ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ), কেএনএফ (প্রেসিডেন্সিয়াল) এবং কুকি রেভোলিউশনারি আর্মিকে অভিযুক্ত করেছে ইউএনসি।

উল্লেখ্য, এই গোষ্ঠীগুলি ২০০৮ সালে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে 'সাসপেনশন অব অপারেশন' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। ইউএনসি এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের দাবি জানিয়েছে। ঘটনার পর সেনাপতি জেলায় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট পালন করেন। অন্যদিকে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার মণিপুরের নাগা-অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে একদিনের 'গেন্না' বা সামাজিক প্রার্থনা কর্মসূচি পালন করেছে ইউএনসি।

সিজেপির বিক্ষোভে বেআইনি ও প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগ করে চলেছে ভারতীয় পুলিশ

নয়াদিল্লি: ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) সাম্প্রতিক আন্দোলন এবং দেশব্যাপী জেন-জি বিক্ষোভ মোকাবিলার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একটি ডিজিটাল তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সিজেপি-র 'সংসদ চলো' অভিযান এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া এই গণবিক্ষোভের মুখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে অ্যামনেস্টি অভিযোগ করেছে, দিল্লিতে এবং বিহারের সিওয়ানে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের দমনে ভারতীয় পুলিশ বেআইনি ও মরণঘাতী বলপ্রয়োগ করেছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের 'এভিডেন্স ল্যাব' ভিডিও ও আলোকচিত্র পরীক্ষা করে নিশ্চিত করেছে যে, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর পেলেট গান, টিয়ার গ্যাস, গ্রেনেড, লাঠি এবং ইলেকট্রিক শক ডিভাইস ব্যবহার করেছে। সংগঠনটির মতে, আন্তর্জাতিক আইন এবং পুলিশি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে এসব অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ার বোর্ড চেয়ার আকার প্যাটেল অভিযোগ করেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় ও

অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করে এই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছে। আকার প্যাটেল বলেন, প্রতিবাদের অধিকার সুগম করার বদলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে, ব্যারিকেড দিয়ে এবং পরিবহন পরিষেবা ব্যাহত করে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। এরপর শিশুদের ওপরও অপ্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চালানো এই সহিংসতাকে জনতা নিয়ন্ত্রণের অজুহাত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এক মাস পার হয়ে যাওয়ার পরও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া এর প্রমাণ।এই মানবাধিকার সংগঠন গত ২০ জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তর, সংসদ মার্গ ও কনট প্লেস এলাকায় ধারণ করা ১৭টি ভিডিও এবং ২৪ জুলাই বিহারের সিওয়ানের ২টি ভিডিও যাচাই করেছে। ভিডিওগুলোতে দিল্লি পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‍্যাফ) এবং সিআরপিএফ কর্মীদের চিহ্নিত করা গেছে। এতে র‍্যাফ সদস্যদের শটগান চালাতে এবং বিক্ষোভকারীদের শরীরে ধাতব পেলেটের আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। আঘাতপ্রাপ্ত এক বিক্ষোভকারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, কনট প্লেসের কাছে হাতাহাতি হলেও বেশিরভাগ বিক্ষোভই শান্তিপূর্ণ ছিল। র‍্যাফ কর্মীরা কোনও সতর্কবার্তা না দিয়েই হঠাৎ পেলেট গান চালানো শুরু করে। পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পিঠে ২৫ থেকে ৩০টি পেলেট বিদ্ধ হয়। ভারতের 'ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) অনুযায়ী, বলপ্রয়োগের আগে পূর্ব সতর্কবার্তা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও তা করা হয়নি। অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে টিয়ার গ্যাস ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে ওপরের দিকে ছোড়ার বদলে সরাসরি বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাসের গ্রেনেড মারা হয়েছে বলে জানায় অ্যামনেস্টি। বিশেষ করে ২০ জুলাই দিল্লির জনবহুল এলাকায় সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের ওপরও অবাধে টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া, ৮টি যাচাইকৃত ভিডিওতে দিল্লি পুলিশ ও র‍্যাফ কর্মীদের সাধারণ মানুষকে লাঠিপেটা করতে দেখা গেছে, যেখানে ছোট একটি শিশুও ছিল।

বলল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

সাদা পোশাকের ব্যক্তিরা লাঠি দিয়ে বিক্ষোভকারীদের প্রহার করলেও পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা ইউনিফর্ম পরা পুলিশ সদস্যরা বাধা দেননি। বিহারের সিওয়ানে ২৪ জুলাইয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে অ্যামনেস্টি জানায়, এক পুলিশ কর্মকর্তাকে একে-টাইপ অ্যাসল্ট রাইফেল চালাতে দেখা গেছে। তাৎক্ষণিক প্রাণঘাতী পরিস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের মরণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক নিয়মের পরিপন্থী। প্রতিবাদ দমনের এক মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় জবাবদিহিতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

29 August, 2026 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

বলরাম জয়ন্তী-হালষষ্ঠী ব্রত

তিনি কৃষকের পরম আরাধ্য। আবার সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়েরাও তাঁর আরাধনা করেন নিষ্ঠাভরে। তিনি মহাবলধারী সংকর্ষণ, বলদেব। তিথি অনুযায়ী শ্রাবণী পূর্ণিমায় পালিত হয় বলরামের জন্মজয়ন্তী বা হালষষ্ঠী ব্রত। গতকাল ছিল সেই দিনটি লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক**

রাখি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় যখন চারিদিক উদ্ভাসিত তখন ধরণী-ধন্য হয়েছিল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম সহচর, শ্বেতশুভ্রকান্তিসম্পন্ন ভগবান বলরামের আবির্ভাবে। যাঁর এক হাতে লাঙ্গল আর অন্য হাতে গদা।

তিনি একদিকে যেমন সৃষ্টির অন্নদাতা। কৃষকের পরম আরাধ্য। অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক মহাশক্তি।

হিন্দুধর্মে বলরাম জয়ন্তী বা হাল ষষ্ঠী ব্রত একটি অত্যন্ত পবিত্র উৎসব। কৃষদের দেবতা হলেও এই হাল ষষ্ঠী ব্রত পালন করেন মহিলারাও। দ্বাপর যুগে ভক্ত ধর্মের রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার এবং শেষ নাগের রূপ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের শুভ আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি কেবল শারীরিক বলের প্রতীক নন বরং আধ্যাত্মিক শক্তি ও গুরু তত্ত্বের পরম আধার।

আবির্ভাবের ইতিহাস ও অলৌকিক জন্ম

বলরামের জন্ম ইতিহাস অত্যন্ত অলৌকিক এবং রোমাঞ্চকর। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, দ্বাপর যুগে মথুরায় অত্যাচারী রাজা কংসের হাত থেকে ধর্মকে রক্ষা করতে ভগবান বিষ্ণু ধরাধামে আসার সংকল্প করেন। কংস যখন জানতে পারে যে বোন দেবকীর অষ্টম সন্তান তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে তখন সে দেবকী ও বাসুদেবকে কারাগারকে বন্দি করে এবং তাঁদের প্রথম চারটি সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরপর দেবকী যখন সপ্তম বার গর্ভবতী হন তখন কংসের অজান্তেই এক পরম অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশে তাঁর মায়ারূপী শক্তি যোগমায়া দেবকীর গর্ভের ভ্রূণটিকে আকর্ষণ করে গোকুলে বসবাসকারী বাসুদেবের প্রথমা পত্নী মাতা রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করেন।

যেহেতু এই গর্ভ অলৌকিকভাবে আকর্ষিত বা স্থানান্তরিত হয়েছিল তাই শাস্ত্রমতে, বলরামের এক নাম হয় সংকর্ষণ।

পরবর্তীতে শ্রাবণ মাসের পবিত্র পূর্ণিমা তিথিতে রোহিণী মায়ের কোল আলো করে শুভ্রকান্তিময় বলরাম আবির্ভূত হন। যাদব বংশের পুরোহিত মহর্ষি গর্গাচার্য তাঁর অপরিসীম বল ও শক্তির কথা চিন্তা করে তাঁর নামকরণ করেন 'বলরাম' বা 'বলদেব'।

শৈশবের বীরত্ব ও অসুর বধের কাহিনি

শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের প্রতিটি লীলায় বলরাম ছিলেন তাঁর পরম সঙ্গী ও রক্ষক। বৃন্দাবন ও গোকুলের মাটিতে তাঁরা দুজন মিলে অত্যাচারী অসুরের বিনাশ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল ধেনুকাসুর বধ।

তালবনে সুমিষ্ট ফল যখন গাধা-রূপী অসুর ধেনুকাসুর আগলে রেখেছিল এবং কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না তখন বলরাম একা সেই তালবনে প্রবেশ করেন। ধেনুকাসুর বলরামকে আক্রমণ করলে তিনি অত্যন্ত অবহেলায় অসুরের দুটি পা ধরে আকাশে ঘুরিয়ে তাল গাছের সঙ্গে আছাড় মেরে তাকে বধ করেন। একইভাবে, লম্বাসুর যখন বালকদের সঙ্গে খেলার ছলে বলরামকে হরণ করার চেষ্টা করেছিল তখন বলরাম নিজের দেহের ওজন পাহাড়ের মতো ভারী করে তোলেন এবং একা এক মুষ্ট্যাঘাতে সেই অসুরের মস্তক চূর্ণ করেন।

যমুনা নদী আকর্ষণ ও কৃষির দেবতা

পৌরাণিক কাহিনিতে বলরাম প্রভুর অলৌকিক শক্তির অন্যতম উদাহরণ হল যমুনা নদীকে আকর্ষণ করার ঘটনা। একবার বলরাম গোপিনীদের সঙ্গে জলপূজা করার জন্য যমুনা নদীকে কাছে আসার আহ্বান জানান। যমুনা নদী তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করেন এবং নিজের গতিপথ পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন। এতে বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তার প্রধান অস্ত্র হল বা লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে যমুনা নদীকে টেনে হিঁচড়ে নিজের দিকে নিয়ে আসতে শুরু করেন।

যমুনা নদী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে বলরামের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলরামের এই হল, লাঙ্গল বা মুষল বা গদা ধারণের প্রতীকী অর্থ অত্যন্ত গভীর। লাঙ্গল হল কৃষি উর্বরতার প্রতীক। তিনি মাটিকে চাষ করে যেমন ফসল ফলানোর উপযোগী করেন তেমনি ভক্তের হৃদয়কে ভক্তির উপযোগী করে তোলেন। এই কারণে ভারতের কৃষিজীবী মানুষের কাছে তিনি আরাধ্য দেবতা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

মহাভারতের ইতিহাসে ও বলরামের চরিত্রটি অত্যন্ত গম্ভীর এবং নিরপেক্ষ। গদাযুদ্ধে বলরাম ছিলেন তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। কৌরবদের রাজা দুর্যোধন এবং পাণ্ডবপুত্রেরা উভয়েই বলরামের কাছে গদা চালনার দীক্ষা নিয়েছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন বলরাম এক ধর্মসংকটে পড়েন। তিনি তাঁর দুই পরম প্রিয় শিষ্যের একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দেখতে চাননি।

তিনি জানতেন যে এই যুদ্ধ অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের যুদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিগত স্নেহের কারণে তিনি কোনও পক্ষ না নিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং যুদ্ধের পুরোটা সময় তীর্থযাত্রায় অতিবাহিত করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে শান্তির পক্ষে ছিলেন।

হাল ষষ্ঠীব্রত পালন

বলরাম জয়ন্তী উৎসবটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে, উত্তর ভারত, ওড়িশা এবং বিভিন্ন ইসকন মন্দিরে অত্যন্ত ভক্তি, নিষ্ঠা ও ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। সাধারণ মানুষ ও ভক্তরা এই দিনটি উদযাপন করেন উপবাস ও ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে। সন্তানের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনায় মায়েরা হাল ষষ্ঠী (বা হরছঠ) ব্রত পালন করেন। এদিন মায়েরা এমন কোনও শস্য বা সবজি খান না যা হাল দিয়ে চাষ করা জমিতে উৎপন্ন হয়। জলাশয়ে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো চাল (যেমন তিন্নি চাল) ও গাছের ফলমূল খান তাঁরা। মহুয়া বরাইয়ের ডাল, পলাশ বা গাছের ডাল, পসাই ধান, ছোলা, ভুট্টা, জোয়ার, সয়াবিন, কাঁসাস ফুল, মহিষের দুধ, দই ও ঘি ইত্যাদির বিশেষ গুরুত্ব আছে এই ব্রতে। এগুলো দিয়েই হালছট স্থাপন করে পুজো করা হয়। সাতগজরার তেল, চুড়ি, কাজল, কাঠের কাকাই, বাঁশের লাঠি, আয়না, ছোট দুল, নারকেল, কলা, শসা ইত্যাদি দান করা হয়। উপবাসের খাবার তৈরিতে মহুয়া গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি চামচ ব্যবহারের রীতি রয়েছে।

মন্দিরে উদযাপন

মন্দিরে মন্দিরের মহা অভিষেক ও সাজসজ্জা—

মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বিগ্রহকে পঞ্চামৃত অর্থাৎ দুধ, ঘি, দই, মধু এবং মিষ্টি জল দিয়ে মহা অভিষেক করানো হয়। অভিষেকের পর লীলা পুরুষোত্তম বলরামকে তাঁর প্রিয় উজ্জ্বল নীল রঙের নতুন বস্ত্র তুলসীর মালা এবং সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা দিয়ে

সাজানো হয়। এরপর বিভিন্ন ফলের রস ও সুগন্ধী জল দিয়ে স্নান করানো হয়। অভিষেক, আরতি ও পুজো শেষ হলে ভক্তেরা শস্যহীন খাবার যেমন ফল দুধ বা সাবু গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন। এই শুভ তিথিতে ভগবানের উদ্দেশ্যে ছাপ্পান্ন ভোগ বা ছাপ্পান্ন রকমের নিরামিষ পদ রান্না করে উৎসর্গ করা হয়। মহিলারা বাড়িতেই হাল ষষ্ঠী ব্রতের দিন

বলরামের প্রিয় ক্ষীর, রাবড়ি এবং মাখনের তৈরি বিভিন্ন মিষ্টি এই দিন বিশেষ উপাচার হিসেবে নিবেদন করেন আবার মন্দিরেও এই নিয়মেই ভোগ দেওয়া হয়।

লাঙল ও কৃষি সরঞ্জামের পুজো

কৃষকদের উদযাপন যেহেতু বলরামের প্রধান অস্ত্র লাঙল হল এবং তিনি কৃষি কর্মীদের দেবতা তাই গ্রামীণ ভারতের কৃষকেরা এই দিন তাদের লাঙল কোদাল ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির পূজা করেন তাঁরা ভাল ফসলের জন্য বলরামের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বিশেষ উৎসব

ওড়িশা অর্থাৎ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বলরাম মহাপ্রভুকে বলভদ্র হিসেবে পুজো করা হয়। বলরাম জয়ন্তীতে সেখানে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিশেষ গুপ্ত নীতি ও পূজাসম্পন্ন করা হয়। সেই পরমেশ্বর বলরাম প্রভুর শুভ আবির্ভাব দিবসটি ভক্তদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিশেষ দিনটির ইতিহাস, ধর্মীয় গুরুত্ব এবং পৌরাণিক কাহিনিগুলো আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনায় এক নতুন আলো ছড়ায়।

সাতে সাত

সদ্য কয়েকদিন আগেই ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় ক্রীড়া সম্মান 'অর্জুন পুরস্কার' ২০২৫-এর বিজয়ীদের নাম ঘোষিত হল। এ বছর পুরস্কারটি পেলেন ১৭ জন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ, যাঁদের মধ্যে সাতজনই মহিলা। দাবা থেকে ডিসকাস থ্রো সর্বত্র নারীরই জয়-জয়কার। আজ জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে তাঁদের কথা লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

প্রতি বছর ২৯ অগাস্ট পালিত হয় 'জাতীয় ক্রীড়া দিবস'। কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উদযাপিত হয় দিনটি। ভারতের সর্বকালের সেরা হকি তারকা ধ্যানচাঁদ অলিম্পিকে দেশকে একাধিক স্বর্ণপদক উপহার দিয়েছিলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই ২০১২ সাল থেকে এই দিনটি পালন শুরু হয়। দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খেলাধুলা এবং শারীরিক ফিটনেসের গুরুত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরা। আর অগাস্টেই ঘোষিত হয়েছে ২০২৫-এর ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় ক্রীড়া সম্মান অর্জুন পুরস্কার প্রাপকদের নাম। খেলাধুলোয় অসাধারণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ এই অর্জুন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবছর তাঁরা পেলেন পুরস্কারটি। সেই তালিকায় রয়েছেন সাতজন মহিলা ক্রীড়াবিদ।

ব্যাডমিন্টনে গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও তৃষা জলি

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের দ্বৈত তারকা গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও তৃষা জলি। ব্যাডমিন্টন ডাবলসের এই দুই ক্রীড়াবিদ পেলেন অর্জুন পুরস্কার। ভারতের বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন কোচ ও কিংবদন্তি পুল্লেলা গোপীচাঁদ এবং পি ভি ভি লক্ষ্মীর কন্যা হলেন গায়ত্রী গোপীচাঁদ। ফলে ছোট থেকেই বাবার প্রতিষ্ঠিত গোপীচাঁদ ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। সেখানেই প্রশিক্ষণ হয় তাঁর। বাবা ও মায়ের কড়া অনুশাসন এবং উৎসাহ তাকে ছোট থেকেই উদ্যমী খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ১৫ বছর বয়সে তিনি অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ভারতের ১ নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হন। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলে সুযোগ পান এবং নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। অন্যদিকে যে তৃষা জলির সঙ্গে তাঁর জুটি আন্তর্জাতিক স্তরে যথেষ্ট সফল সেই তৃষার এলাকায় তখন কোনও ভালো ব্যাডমিন্টন কোর্ট, স্পন্সর বা উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামোই ছিল না। তাঁর বাবা জলি ম্যাথিউ মেয়ের প্রতিভা দেখে বাড়িতেই নিজ হাতে একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরি করে দেন। সেখানেই তৃষার ব্যাডমিন্টন খেলার প্রথম পাঠ শুরু। এরপর তৃষা ডক্টর অনিল রামচন্দ্রনের কাছে প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত পুল্লেলা গোপীচাঁদ ব্যাডমিন্টন একাডেমিতে যোগ দেন। একক বিভাগ ছেড়ে তৃষা পরবর্তীতে দ্বৈত বিভাগ বা ডাবলসে মনোযোগ দেন এবং গায়ত্রী গোপীচাঁদের সঙ্গে সফল জুটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

গায়ত্রী গোপীচাঁদ, ত্রিসা জলি

দাবাড়ু দিব্যা দেশমুখ

দিব্যা দেশমুখ

মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একটি মারাঠি পরিবারে জন্ম দিব্যার। তাঁর বাবা ডাঃ জিতেন্দ্র দেশমুখ এবং মা ডাঃ নম্রতা দেশমুখ দুজনেই ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই দাবার প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি হয়। প্রথমে দিদিকে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখে সেটার প্রতি একটা ঝোঁক তৈরি হলেও পরে তিনি দাবাকেই বেছে নেন।টিভিতে বিশ্বনাথন আনন্দ বনাম ম্যাগনাস কার্লসেনের মতো বিখ্যাত ম্যাচ দেখে ছোট বয়সেই এই খেলার প্রেমে পড়েন। ছোট থেকেই পড়াশোনা ও দাবা দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। দিব্যার প্রথম কোচ ছিলেন রাহুল জোশী। সাত বছর বয়স থেকেই তিনি জাতীয় স্তরে দাবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দাপট দেখাতে শুরু করেন এবং অনূর্ধ্ব-৭ ও অনূর্ধ্ব-১০ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেন। ১৫ বছর বয়সে মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার এবং ১৭ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক মাস্টার হন দিব্যা। জিতেছেন অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ। দেশের হয়ে সোনার জেতার লড়াইতে দিব্যার পারফরম্যান্স নজরকাড়া। স্বীকৃতি স্বরূপ পেলেন অর্জুন পুরস্কার।

হকির মেয়ে লালরেমসিয়ামি

মিজোরামের কোলাসিব শহরের মেয়ে লালরেমসিয়ামি। তাঁর বাবা লালথানসাঙ্গা জোতে ছিলেন কৃষক ও প্রাক্তন সেনা কর্মী এবং মা লালজারমাউই একজন গৃহিণী।

লালরেমসিয়ামি

বাড়ির পাশের একটি মাঠে ছোটবেলার বন্ধুদের সঙ্গে হকি খেলতে গিয়ে এই খেলায় তাঁর আগ্রহ জন্মায়। মাত্র ১০ বছর বয়সে স্কুলস্তরের প্রতিযোগিতায় সেরা হকি খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। ১১ বছর বয়সে মিজোরাম সরকারের হকি অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পান। ২০১৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি নতুন দিল্লিতে ন্যাশনাল হকি অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন। সে সময় হিন্দি বা ইংরেজি না জানার কারণে তাঁকে ভাষার সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, যা তিনি ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠেন। ২০১৯ সালে তিনি হকি ইন্ডিয়া আসুন্তা লাকড়া অ্যাওয়ার্ড এবং এফআইএইচ রাইজিং স্টার অব দ্য ইয়ার খেতাব অর্জন করেছিলেন। অলিম্পিক গেমসে ভারতের ঐতিহাসিক চতুর্থ স্থান, এশিয়ান গেমসে রৌপ্য পদক এবং ২০২২ সালের নেশনস কাপ জয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মিজোরাম থেকে প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হলেন তিনি।

রেস ওয়াক অ্যাথলিট প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী

উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা প্রিয়াঙ্কা ছোটবেলা থেকেই জিমন্যাস্টিকস পছন্দ করতেন। শৈশবে নানা আর্থিক অনটন ও লড়াইয়ের মুখোমুখি হন। অনেক সময় ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া বা অনুশীলনের

প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী

খরচ জোগাড় করাও তাঁর জন্য কঠিন ছিল। তখন রেস ওয়াকিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে বিনামূল্যে বিভিন্ন খেলাধুলার কিট ব্যাগ ও পুরস্কার পাওয়া যেত মূলত সেই লোভেই তিনি এই খেলায় নামেন। ১৬ বছর বয়স থেকে তিনি পেশাদারভাবে রেস ওয়াকিংকে নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেন এবং পরবর্তীতে নিজের পরিশ্রমে ভারতের অন্যতম সেরা রেস ওয়াকার হয়ে ওঠেন। বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ১০,০০০ মিটার রেস ওয়াকিংয়ে রৌপ্যপদক জিতে ইতিহাস গড়েন। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে রেস ওয়াকের কোনও ইভেন্টে পদক জেতেন। মহিলাদের রেস ওয়াকের ইভেন্টে পেয়েছেন একাধিক জাতীয় পুরস্কার। টোকিও অলিম্পিকে এবং ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে করেছেন প্রতিনিধিত্ব। এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও পেয়েছেন রৌপ্যপদক। এই বছর পেলেন দেশের সর্বোচ্চ অর্জুন পুরস্কার।

পূজা হাথাওয়ালা

কাবাডির মেয়ে পূজা

কাবাডিতে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্যে জাতীয় ক্রীড়া সম্মান অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হলেন পূজা কাজলা বা পূজা হাথাওয়ালা। হরিয়ানার মেয়ে পূজা ছোট থেকেই এই খেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হরিয়ানা পরম্পরাগত ভাবে কাবাডিরই জায়গা। হরিয়ানার হাথাওয়ালা গ্রামে সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম তাঁর। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকেই কাবাডিতে হাতেখড়ি। পূজার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট আসে যখন সে করনালের গুরুকুলে পড়তে যান। সেখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার মধ্যে কাবাডির প্রতিভা দেখতে পান এবং কাবাডি খেলা নিয়ে এগতে উদ্বুদ্ধ করেন। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় যাবার পর অল ইন্ডিয়াইন্টার ইউনিভার্সিটি কম্পিটিশনে দারুণ পারফর্ম করেন। এশিয়ান গেমস তথা মহিলা কাবাডি ওয়ার্ল্ড কাপে সোনাজয়ী পূজা জিতেছেন আরও অনেক প্রতিযোগিতা, পেয়েছেন একাধিক সম্মান। এবছর অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হলেন তিনি।

প্যারা অ্যাথলেটিক্স একতা

হরিয়ানার মেয়ে একতা ভ্যানের জীবন খুব সহজ ছিল না। ২০০৩ সালে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় তার মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে এবং শরীরের নিচের অংশ

একতা ভ্যান

পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। কার্যক্ষমতা হারান এবং হুইলচেয়ারেই আবদ্ধ হয় তাঁর জীবন। পরবর্তীতে নিজেকে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সক্রিয় রাখার জন্য তিনি খেলাধুলা শুরু করেন। ২০১৬ সালে জাতীয় প্যারা অ্যাথলিট চ্যাম্পিয়নশিপে ক্লাব থ্রো এবং ডিসকাস থ্রো-তে স্বর্ণ এবং ব্রোঞ্জপদক পান। ২০১৮ সালের জাকার্তা এশিয়ান প্যারা গেমসে স্বর্ণপদক জয় করেন। ২০২৪ সালের বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জেতেন। টোকিও ২০২০ প্যারালিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তিনি ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম, নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ এবং প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে এগিয়ে মানসিকতা তাঁকে এনে দিয়েছিল সাফল্য। এ বছর প্যারা অ্যাথলেটিক্সে অসামান্য অবদানের জন্য পেলেন অর্জুন পুরস্কার।

টেলি স্টেজ

29 August, 2026 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩০ অগাস্ট, রবিবার, সন্ধে সাড়ে ছ'টায়, কলকাতার গিরিশ মঞ্চে অভিনীত হবে চার্বাকের হাসির নাটক 'চলো পটল তুলি'। নির্দেশনায় অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়

দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত সংসৃতির 'প্রথম পার্থ'। কবি বুদ্ধদেব বসুর লেখা এই কাব্যনাট্যের কাহিনি সূত্র মহাভারত। কর্ণের জীবনের অন্তিম মুহূর্তের বেদনা, জন্মরহস্য এবং তাঁর আত্মিক ট্র্যাজেডি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অভিনীত হবে আজ। নাট্যপ্রেমীরা এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবেন না। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

প্রথম পার্থ

কবি বুদ্ধদেব বসুর লেখা কাব্যনাট্য 'প্রথম পার্থ'। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিতে ও কর্ণ পর্বের অনুসরণে লেখা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর আগের রাতে গঙ্গাতীরে বনভূমিতে এই নাটকের পটভূমি রচিত হয়েছে। কর্ণকে কেন্দ্র করে নৈতিক দ্বন্দ্ব, বেদনা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট নাটকের মূল বিষয়। কর্ণের জীবনের অন্তিম মুহূর্তের বেদনা, জন্মরহস্য এবং তাঁর আত্মিক ট্র্যাজেডি এখানে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর আগে বহুবার দর্শক-শ্রোতাদের সামনে এসেছে 'প্রথম পার্থ'। কখনও পূর্ণাঙ্গ রূপে, কখনও আংশিকভাবে। কখনও মঞ্চনাটক হিসেবে, কখনও শ্রুতি নাটকে। সাম্প্রতিক সময়ে সংসৃতি নাট্যদলের প্রযোজনায় 'প্রথম পার্থ' সাড়া জাগিয়েছে।

নাটকের শুরুতেই মঞ্চে অবতীর্ণ হন দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাঁদের কথোপকথনে জানা যায়, কৌরব ও পাণ্ডবের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ঠিক এই সময়েই মঞ্চে দেখা যায় কর্ণকে। তিনি নাটকের মূল চরিত্র। ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করেন কুন্তী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরুর আগে তিনি কর্ণকে জানাতে চান জন্ম-পরিচয়। কর্ণ সমস্তকিছু শোনেন। কখনও স্থির থাকেন। কখনও প্রকাশ করেন অভিমান, ক্ষোভ। স্মরণ করেন অতীত অপমানের কথা। কুন্তী চান মহাযুদ্ধে কর্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ নিন। কিন্তু কর্ণ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং কৌরব পক্ষে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানেন যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হবে। তাও নিজের পথে অবিচল থাকেন। এরপর একে একে আসেন দ্রৌপদী, কৃষ্ণ। তাঁরাও কর্ণকে অনুরোধ করেন পাণ্ডবদের পক্ষ নেওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কর্ণ মহাবীর। অটল থাকেন নিজের সিদ্ধান্তে। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন দ্রৌপদীর বন্ধুতা। কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন আর ফিরে না আসার আশীর্বাদ।

এখানে কর্ণকে কেবল পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে নয়, বরং একাকী ও ভাগ্যের হাতে নিগৃহীত আধুনিক মানুষের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

কর্ণের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়। আগে বেশকিছু নাটকে তাঁকে দেখায় সুযোগ হয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যাঁরা দাপিয়ে কাজ করছেন, অর্ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অসম্ভব দৃঢ়তা তাঁর চোখেমুখে। স্পষ্ট উচ্চারণ। মঞ্চে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগিয়েছেন দারুণভাবে। তাঁর ক্ষোভ দেখে ক্ষোভ জন্মায়, কান্না দেখে কান্না। এই অভিনেতা লম্বা রেসের ঘোড়া। তাঁর থেকে চোখ সরানো কঠিন। একজন অভিনেতা কীভাবে একটি সার্থক চরিত্র হয়ে ওঠেন, তা তিনি ভালোই জানেন এবং মঞ্চে সার্থক প্রয়োগ ঘটান। কর্ণ চরিত্রে নানা স্তর রয়েছে। ব্যক্তিত্বে, দৃঢ়তায়, কৌতুকে অনুভূতিপ্রবণ এক বীরের মননকে তিনি নিখুঁত অভিনয়ের মাধ্যমে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর মেধাবী অভিনয়ে প্রতি মুহূর্ত হয়ে উঠেছে এই নাটকের স্মরণীয় দৃশ্যপট। যখন তিনি কুন্তীর কাছে নিজের পরিচয় জানতে পেরেছেন, তখন তাঁর মধ্যে জেগেছে স্নেহ ও আশ্রয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পরমুহূর্তেই তিনি বদলেছেন সিদ্ধান্ত। হয়ে উঠেছেন কঠিন। কর্ণের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন অর্ণ।

কুন্তীর ভূমিকায় সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় এক রানির আভিজাত্য নিপুণতার সঙ্গে বুনে দিয়েছেন। কখনও তিনি সঙ্কোচে থাকেন, কখনও নিজেকে প্রকাশ করেন। কখনও নিজে আঘাত পান, আতঙ্কিত হন, কখনও হয়ে উঠতে চান ক্ষতের প্রলেপ। সবমিলিয়ে ভালো লাগে তাঁকে।

দ্রৌপদীর ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করেছেন তূর্ণা দাশ। এর আগে কয়েকটি নাটকে তাঁকে দেখার সুযোগ হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজেকে বাংলা নাট্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য নাটকে তাঁর সংযত অভিনয় স্পষ্ট করেছে চরিত্রের অভিমুখ।

কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রজতাভ দত্ত। তাঁকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। মঞ্চে এবং অন্যান্য মাধ্যমে যথেষ্ট সফল। কণ্ঠের ওঠা-নামা, সংলাপের গভীরতা, অভিব্যক্তি দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায় তাঁর নির্বাচন যথাযথ। অভ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাশিস পাহাড়ি অভিনয় করেছেন দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকায়। তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি ও কথক হিসেবে উপস্থিত হন।

বহুল পঠিত ও বহুল চর্চিত কাব্যনাটকটি রচিত হয়েছে ১৯৬৯-১৯৭০ সালে। দেশ পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০-এ। ওই বছরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও মিথ্যা এবং পাণ্ডব ও কর্ণের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন এই নাটকে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। নাটকের সিনোগ্রাফি পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন সৎ নির্দেশক। তাঁর উন্মুক্ত জানালা দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রবেশ করে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আলো। তিনি নাটকটি নির্মাণ করেছেন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। বুনে দিয়েছেন নিজস্ব শৈলী, ভাবনাচিন্তা। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যবহার করেছেন সুনিপুণভাবে। কাহিনি সূত্র মহাভারত। রচিত হয়েছে গত শতকের সাতের দশকের শুরুতে। অথচ নাটকে যেন তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান সময়ের কথা। এইভাবেই নাটকটি হয়ে উঠেছে সমকালীন, চিরকালীন।

মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা অক্ষুণ্ণ রেখেই সাবলীলভাবে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিটি সংলাপ। ভেঙে গেছে সময়ের বেড়া। আকর্ষণীয় মঞ্চসজ্জা পোশাক এবং আলো-আবহের প্রয়োগ নাটকটিকে আলাদা উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। আলোক প্রক্ষেপণে তাপস ভট্টাচার্য ও অলিপ মল্লিক। আবহ প্রক্ষেপণে অনিন্দ্য নন্দী। পোশাকে অনীক ঘোষ। রূপসজ্জায় মহম্মদ আলি ও দেবজিৎ পাল।

সংসৃতির 'প্রথম পার্থ' অভিনীত হবে আজ, ২৯ অগাস্ট, দুপুর তিনটেয়, কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। আশা করি নাট্যপ্রেমীরা এই সুযোগ কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চাইবেন না।

জুরিখে না নেমেও ২০২৬ ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পেলেন নীরজ চোপড়া

শেষ ম্যাচে হেরে ভারত ৮

ওয়েভার, ২৮ অগাস্ট : নির্ধারিত সময়ের শেষে খেলার ফল ৩-৩ হওয়ার পর বিশ্বকাপে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম স্থানের ম্যাচ নির্ধারিত হল পেনাল্টি শুট আউটে। তাতে বেলজিয়াম ৪-৩ গোলে জিতে সপ্তম স্থান পেল। ভারত শেষ করল আটে।

শুক্রবারের সপ্তম ও অষ্টম স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে হরমনপ্রীতদের উপর কিছুটা চাপ ছিল। সেটা এই জন্য যে মেয়েরা জার্মানির মতো দলকে হারিয়ে পঞ্চম স্থান পেয়েছেন। তাহলে ছেলেরা বেলজিয়ামকে হারিয়ে সাতে শেষ করতে পারবেন না কেন। বেলফাস হকি এরিনায় ভারত কিন্তু সেকেন্ড কোয়ার্টারে ১-২ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল।

হরমনপ্রীতদের এই উচ্ছ্বাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। বেলজিয়ামের কাছে হেরে তাঁরা আটে শেষ করলেন।

এদিন ৬ মিনিটে ভারতকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু অধিনায়ক হরমনপ্রীত হলুদ কার্ড দেখে ৫ মিনিটের জন্য বেরিয়ে যাওয়ায় দলের উপর চাপ এসেছিল। এরপরই ২২ মিনিটে বেলজিয়াম ১-১ করে দেয়। ভারতের গোলের কাছে ছিটকে আসা বল পেয়ে যান রোমান দুভেকট। তিনি মাথা ঠান্ডা রেখে ভারতীয় গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে বল ফ্লিক করে গোলে পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু হার্দিক-হরমনপ্রীতদের এই গোলের ধাক্কা সামলে উঠতে না দিয়ে ১ মিনিটের মধ্যে আরও একটি গোল চাপিয়ে স্কোরলাইন ২-১ করে দেন বেলজিয়ামের হুগো লাবোশেয়ার পেনাল্টি কর্নার থেকে বুলেটের মতো শটে ভারতীয় গোলরক্ষক মোহিতকে পরাস্ত করেন। এর ফলে বিশ্বের দুই নম্বর দল প্রথম দিকে ০-১ পিছিয়ে থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যে দুই গোল চাপিয়ে দেয়।

বেলজিয়াম এরপর চাপ বাড়াতে থেকে। ২৭ মিনিটে মোহিত পরপর দুবার তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই যখন ম্যাচের অবস্থা তখন ৩১ মিনিটে ভারতের হরমনপ্রীত পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল শোধ করে দেন। ফলে স্কোর দাঁড়ায় ২-২। চতুর্থ কোয়ার্টার পর্যন্ত এই ফল থাকার মধ্যেই মনপ্রীত চোট পান। তাঁর বা চোখ কেটে যায়। কিন্তু এবার খেলা শুরু হলে বেলজিয়াম ৩-২ করে দেয়। ৪৭ মিনিটে এই গোলটি করেন আর্থার ডি স্লোভার। তবে খেলা শেষের ২০ সেকেন্ড আগে পেনাল্টি কর্নার থেকে হরমনপ্রীত ৩-৩ করে দেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত হারতে হল তাঁদের।

মেয়েদের সাফল্যে উচ্ছ্বাস সৃজেশের

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : মাত্র ক'দিন আগে ভারতীয় মহিলা হকি দলের প্রশংসা করেছিলেন প্রাক্তন হকি তারকা পিআর সৃজেশ। এবার সেই উচ্ছ্বাসকে আরও উঁচুতে নিয়ে গেলেন তিনি। বিশ্বকাপে জার্মানিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পঞ্চম হয়েছেন ভারতের মেয়েরা। সৃজেশ যেমন তাতে উচ্ছ্বসিত, তেমনই একইরকম প্রতিক্রিয়া হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকেরও।

১৯৭৪-এর পর হকি বিশ্বকাপে ভারতের মেয়েরা পঞ্চম স্থান পেলেন। অথচ, সৃজেশ অভিযোগ করেছিলেন তাঁদের বিশ্বকাপ প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে হেড কোচ দলকে ছেড়ে ছুটি কাটাতে চলে গিয়েছিলেন। সৃজেশ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, দারুন টিমওয়ার্ক, ফাইটিং স্পিরিট ও বিশ্বাস। বিশ্বকাপে আমাদের মেয়েরা পঞ্চম হওয়ায় আমি সুপার প্রাউড। ৫২

বছর পর এটা একটা অসাধারণ সাফল্য। তোমরা দেশকে গর্বিত করেছ।

হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট তিরকে লিখেছেন, ভারতের মহিলা হকি দলের কি অসাধারণ ক্যাম্পেন। ২০২৬ হকি বিশ্বকাপে আমাদের মেয়েরা অসাধারণ সাহস ও দুর্দান্ত ফাইটিং স্পিরিট দেখিয়েছে। কিছুই ওদের দমাতে পারেনি। পাঁচ নম্বরে থাকা জার্মানিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পঞ্চম স্থান পাওয়া এক অসাধারণ ঘটনা। তোমাদের জন্য আমি গর্বিত। তোমরা দেশকে গর্বিত করেছ।

মেহরাজের পদত্যাগের পরেই হার মহামেডানের

মহামেডান ০ — কোল ইন্ডিয়া ২

প্রতিবেদন : শুক্রবারের আগে পর্যন্ত কলকাতা লিগে অপরাজিত থেকে গ্রুপ শীর্ষে ছিল মহামেডান। তারপরেও আচমকা ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। বৃহস্পতিবার বেশি রাতে ক্লাব সভাপতি ও সচিবের কাছে তাঁর পদত্যাগের মেল পৌঁছে যায়। সম্ভবত ইন্টার কাশীতে যোগ দিচ্ছেন মেহরাজ। তাঁকে ছাড়াই শুক্রবার বারাসত স্টেডিয়ামে খেলতে নেমে ঘরোয়া লিগে প্রথম হারে শীর্ষস্থানও খোয়াল সাদা-কালো ব্রিগেড।

অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব নিয়ে এদিন মহামেডানের ডাগআউটে ছিলেন মেহরাজের সহকারী শাহিদ রামন। কিন্তু রাতারাতি কোচ নিয়ে ডামাডোলে ফোকাস হারানো মোহীতোষ রায়, লালরেমসাঙ্গারা ০-২ গোলে হেরে গেলেন কোল ইন্ডিয়ার কাছে। ফলে সুপার সিক্সের

ব্যর্থ সাকাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা।

অপেক্ষা বাড়ল মহামেডানের। জিতে গ্রুপ 'বি'-তে শীর্ষে উঠে এল কোল ইন্ডিয়া (১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট)। হেরে দ্বিতীয় স্থানে মহামেডান (৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট)।

দল ভাল খেলছিল, তারপরেও কেন দায়িত্ব ছাড়লেন? তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য মেহরাজ ও ক্লাব কর্তাদের। মেহরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে পাকা চুক্তিপত্র দেওয়া হয়নি। ওরা 'পারফরম্যান্স ক্লজ' চুক্তি করতে চাইছিল। এটা বৈধ নয়। গত মরশুম থেকে বকেয়ার ৪০ শতাংশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। বাকিটা এখনও পাইনি। আমি এমন সময় দায়িত্ব ছাড়লাম, যখন দল লিগে ভাল জায়গায় রয়েছে। নতুন কেউ দায়িত্ব নিয়ে সমস্যায় পড়বে না।

মেহরাজের ইস্তফায় অবাক হননি সচিব ওয়াসিম আক্রম। তিনি ফোনে বললেন, আমাদের নতুন কমিটি সবেমাত্র দায়িত্ব নিয়েছে। আগের কমিটি কিছুই ঠিকঠাক করেনি। তারপরেও আমি এসেই কোচের বকেয়ার ২২ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ দিয়েছি। গত বার আমরা ছিলাম না। তবু ৫০ শতাংশ পেমেন্ট করেছি। মেহরাজ 'টার্মিনেশন ক্লজ' ছাড়াই ১০ মাসের চুক্তিপত্র চাইছিল। এখন এভাবে কোথাও চুক্তি হয় না। আসলে ও নতুন ক্লাবে যাচ্ছে। তাই ভাল সময়ে ক্লাব ছাড়ল।

রেলের সামনে মোহনবাগান

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে টানা দুই হারে চাপে পড়ে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে পরপর দুই ম্যাচ জিতে সুপার সিক্সের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে মোহনবাগান। শনিবার নিজেদের মাঠে রেলওয়ে এফসি-র বিরুদ্ধে খেলবেন কিয়ান নাসিরিরা। জয়ের হ্যাটট্রিকে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের খুব কাছে পৌঁছে যেতে চায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ৮ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মোহনবাগান। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থেকে ইস্টবেঙ্গল সুপার সিক্স কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছে। চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড নিশ্চিত ১০ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা ভবানীপুরের। এই পরিস্থিতিতে শনিবারের রেল ম্যাচ মোহনবাগানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রুপের সেরা তিনটি দল সুপার সিক্সে যাবে। কিন্তু রেলের বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করলে চাপ বাড়বে। কারণ, গ্রুপে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে থাকা ইউনাইটেড কলকাতা ও ক্যালকাটা কাস্টমসেরও সুযোগ রয়েছে সুপার সিক্সে যাওয়ার।

বার্সার জার্সিতে অভিষেক রদ্রির

বার্সেলোনা, ২৮ অগাস্ট : বার্সেলোনায় অভিষেক হল বিশ্বকাপ জয়ী স্পেনের তারকা রদ্রির। তিনি পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমেছিলেন। নিজে গোল না পেলেও বিশ্বকাপের নায়ক মাঠে থেকে তাঁর দলের জয় ড দেখলেন। লা লিগায় বার্সেলোনার এটা ছিল দ্বিতীয় ম্যাচ। তারা অ্যাথলেটিককে ২-০ গোলে হারিয়েছে। প্রথম ম্যাচে তারা এলচেকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল। সেই ম্যাচে রদ্রিকে খেলাননি বার্সার জার্মান কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। ফলে এটাই ছিল তাঁর অভিষেক ম্যাচ।

প্রথম আধ ঘণ্টায় কোনও গোল হয়নি। কিন্তু ৩৭ মিনিটে বার্সেলোনার প্রথম গোলটি করেন রাফিনহা। এরপর দীর্ঘ সময় কোনও গোল হয়নি। পরে ৮২ মিনিটে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন ফিরমিন লোপেজ। রদ্রি প্রথমার্ধে বেঞ্চে বসেই দলের খেলা দেখেন। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁকে মাঠে নামান ফ্লিক। ফ্লিক পরে বলেন, রদ্রি যে বার্সেলোনার হয়ে খেলছে তাতে আমরা সবাই খুশি। ওর ফুটবল আমাদের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়। ওর ফুটবল দর্শনও বার্সেলোনার উপযুক্ত। সবমিলিয়ে ওকে পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি।

বার্সেলোনায় অভিষেক ম্যাচের পর রদ্রি বলেছেন, বার্সেলোনায় প্রথম ম্যাচ খেলে আমি খুশি। প্রথম মিনিট থেকেই দারুন অনুভূতি হচ্ছিল। এই নিয়ে দুটো ম্যাচ বার্সেলোনার সঙ্গে কাটালাম। আমরা পরপর দুটো ম্যাচ জিতলাম। এই জিতে শুরু করাটা খুব ভাল ব্যাপার। সবমিলিয়ে আমার বেশ ভাল লাগছে। এই ম্যাচে দর্শকদের প্রচুর উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেল ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের তারকা অ্যান্থনি গর্ডনকে নিয়ে। তিনি গ্যালারির মন জয় করে নিয়েছেন। নিউক্যাসল থেকে আসা ফুটবলারকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ফ্লিকও।

মাঠে ময়দানে

29 August, 2026 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২১ প্রাক্তন অধিনায়কের পর ইমরান খানের জন্য সুচিকিৎসার দাবি তুললেন প্যাট কামিন্সও

শুভমনদের সঙ্গে প্রশংসা সোনাল দিনুশারও

টেস্ট ক্রিকেট চায় চরিত্র, ধৈর্য ও মানসিক কাঠিন্য : গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কাকে ২-০-তে হারানো গেল না বলে অনেকেই হতাশ। এতে ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার আশায় অনেকটা ধাক্কা লেগেছে। তবে ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর যেভাবে দলের প্রশংসা করেছেন তাতে মনে হচ্ছে তিনি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে না ভেবে বর্তমানেই থাকতে চান! গম্ভীর শুভমন গিল ও তাঁর সতীর্থদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কলম্বোয় ভারত প্রথম ইনিংসে ৫০৩ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার পর শ্রীলঙ্কা প্রথম দফায় ২৯০ রান করেছিল। এরপর তাদের ফলো অন করান শুভমন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে সোনাল দিনুশার অসাধারণ ব্যাটিংয়ে শ্রীলঙ্কা টেস্ট ড্র করত পেরেছে। গম্ভীর এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, টেস্ট ক্রিকেট চায় চরিত্র, ধৈর্য ও মানসিক কাঠিন্য। আমাদের ছেলেরা সেটা দেখিয়েছে। সোনাল দিনুশারও প্রশংসা করতে হবে তার অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য।

দিনুশা দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৩ রানে নট আউট থেকে ভারতের জয়ের আশায় জল ঢেলে দেন। তিনি দুই টেস্টের এই সিরিজে ৪২০ রান করেছেন। তিনটি সেঞ্চুরি। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলছেন, তাঁরা ভবিষ্যতের তারকা পেয়ে গিয়েছেন। শেষদিনে তাঁর সঙ্গে কেশরা নুয়াঙ্খা মিলে ১১২ রানের পার্টনারশিপ গড়েছেন। এটাই ভারতের হাত থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে শ্রীলঙ্কার টেলএন্ডাররা যেভাবে দিনুশাকে সাহায্য করেছেন সেটাও প্রশংসনীয়।

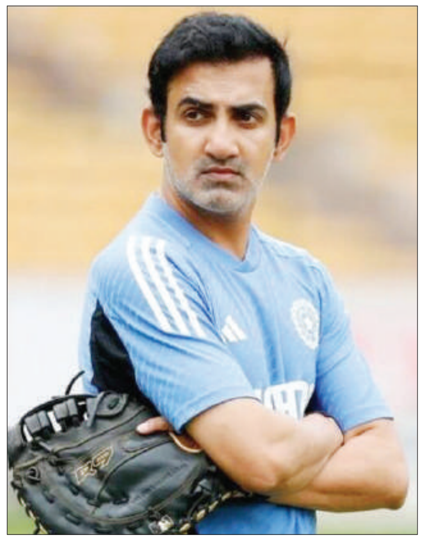

বাঁদিকে সিরিজের নায়ক দিনুশা। ডানদিকে ভারতের কোচ গম্ভীর।

অধিনায়ক শুভমন স্পষ্টতই ২-০ করতে না পেরে হতাশ। তবে তিনি বলেন, আমরা এই সিরিজে খারাপ খেলিনি। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টের ফল আশানুরূপ হয়নি। দ্বিতীয় দিনের পর মনে হচ্ছিল আমাদের জেতার ভাল সুযোগ আছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কা তিন দিন ব্যাট করে আমাদের জয় আটকে দিল। অনেক সময় প্রতিপক্ষের থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়। এই টেস্ট তার উদাহরণ। ওদের লড়াইকে বাহবা দিতে হবে।

ভারতের সামনে এখন পরপর দুটি টেস্ট সিরিজ রয়েছে। নভেম্বরে শুভমনরা নিউজিল্যান্ডে যাবেন। তারপর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সিরিজ। দুটো সিরিজই শুভমনদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার আগে আফগানিস্তানের সঙ্গে তিন ম্যাচের টি ২০ সিরিজ রয়েছে। শুভমন অবশ্য টি ২০ দলে বিবেচিত হন না। ফলে তাঁর যাবতীয় ভাবনা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

এই ফর্ম থাকুক চান পাড়িকাল

মুম্বই, ২৮ অগাস্ট : ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি এতদিন যে পারফরম্যান্স করেছেন সেটাকেই টেস্ট ক্রিকেটে তুলে ধরতে পেরে সন্তুষ্ট দেবদত্ত পাড়িকাল। শ্রীলঙ্কায় স্পিনারদের সামনে এটাই তিনি করতে চেয়েছিলেন।

ঘরোয়া ক্রিকেটে কর্নাটকের হয়ে গত কয়েকটি মরশুমে প্রচুর রান করেছেন পাড়িকাল। আইপিএলে আরসিবি যে পরপর দু'বার ট্রফি জিতেছে তাতেও বড় ভূমিকা ছিল এই বাঁহাতির। এবার সেই ফর্মকেই পাড়িকাল টেস্ট সিরিজে তুলে ধরেন। দুই টেস্টে ৩২৮ রান করে তিনি সিরিজের সেরা হয়েছেন। গড় ১০৯। পাড়িকাল এই সিরিজে দুটি সেঞ্চুরি করেছেন। সর্বোচ্চ রান ১৬৭। সেটা তিনি গল টেস্টে করেছিলেন।

বিসিসিআই পাড়িকালের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। তাতে তিনি বলেছেন, এই সিরিজের কথা ভেবে দারুণ লাগছে। যখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার জন্য সুযোগ আসছে তখনই নিজেকে বলেছিলাম এবার সবাইকে দেখাতে হবে আমি বড় রান করতে পারি। আমার প্রথম শ্রেনীর কেরিয়ারে বরাবর এটা করেছি। এই কাজটাই টেস্টে করতে পেরে আমি খুব খুশি। আশা করি এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনে এগোতে পারব।

পাড়িকাল শ্রীলঙ্কাতে এসে বুঝতে পেরেছিলেন স্পিন বড় চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে। তিনি খুশি যে তাঁর প্রস্তুতি কাজে দিয়েছে। তাঁর কথায়, শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাওয়া মানেই ধরে নিতে হবে স্পিন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। আমি তখনই ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আমাকে ভাল প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি খুশি যে স্পিনকে ভালভাবে সামলাতে পেরেছি। এভাবেই খেলে সামনের দিনে এগিয়ে যেতে চাই।

পাড়িকাল গত রঞ্জি মরশুমে ছয় ম্যাচে দশ ইনিংসে ৫৪৩ রান করেছিলেন। দুটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ সেঞ্চুরি। তার মধ্যে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ২৩২ রানের ইনিংস রয়েছে। তিনি বিজয় হাজারে ও মুস্তাক আলি ট্রফিতেও অনেক রান করেছেন। গতবছর আইপিএলে ১৬ ইনিংসে পাড়িকাল করেন তিনটি হাফ সেঞ্চুরি সহ ৪৬৪ রান। এবার সেই ফর্মকেই তিনি শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজে তুলে এনে সিরিজের সেরা হয়েছেন।

এশিয়াডে শ্রেয়সদের খেলা নিয়ে সংশয়

ক্রিকেটের পরিকাঠামো নেই

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : এশিয়াডের ব্যাবস্থাপনায় অসন্তুষ্ট ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পরিস্থিতি দেখে সেরা দল না পাঠানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। যে মাঠে ক্রিকেট হবে সেখানে কোনও ড্রেসিংরুম নেই। অস্থায়ী তাঁবু করা হচ্ছে। সেখান থেকে ৫০০ মিয়ার দূরে শৌচালয়। এহেন ব্যবস্থায় বোর্ড এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল অসন্তুষ্ট। আপত্তি জানালেও জাপানে ক্রিকেটের জন্য এই ধরণের কোনও পরিকাঠামোই নেই। বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জাপানে প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে। তারা ফিরে এসে রিপোর্ট দিলে ঠিক হবে এশিয়াডে সেরা ক্রিকেটারদের পাঠানো হবে কিনা। না হলে দ্বিতীয় সারির দল পাঠানো হবে। এমনকি হোটেলের যে ঘরে ক্রিকেটারদের রাখা হবে সেটাও খুব ছোট। গতবার ভারত দুই বিভাগে সোনা জিতেছিল। এবারও সেরা দলই পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিস্থিতি। এশিয়ান গেমস শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর।

শুভমনদের রাস্তা তবু কঠিনই

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : কলম্বো টেস্ট ড্র হওয়ায় ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা অনেক কমেছে। রাস্তা এখন আরও কঠিন হয়েছে। বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে ভারত পাঁচ নম্বরেই থেকে গিয়েছে। বাংলাদেশ একধাপ উপরে চার নম্বরে রয়েছে।

কলম্বো টেস্ট ড্র হওয়ায় ভারতের পয়েন্টের শতাংশের হিসাব এখন ৫১.৫২। চতুর্থ স্থানে থাকা বাংলাদেশের ৫৫.৫৬। শ্রীলঙ্কাকে দ্বিতীয় টেস্টে হারাতে পারলে ভারত উঠে আসত ৬৩.৩৩-এ। সেক্ষেত্রে ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা বাড়ত। চলতি টেস্ট সার্কেলে ভারতের আর সাতটি টেস্ট খেলা বাকি। সবকটি টেস্ট জিতলে শুভমন গিলদের পকেটে আসবে ১৫২ পয়েন্ট। তাহলে ভারতের পয়েন্টের শতাংশ হবে ৭০.৭৩।

কিন্তু সব কটি টেস্ট জিতলেও যে ভারত ফাইনালে উঠবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া বাকি সাতটি টেস্ট জেতা কোনও মুখের কথাও নয়। এর মধ্যে দুটি টেস্ট রয়েছে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। নিউজিল্যান্ডে গিয়ে ভারত বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। পরের পাঁচটি টেস্ট রয়েছে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। সেটাও সহজ হবে না। অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল।

আপাতত সবার আগে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় দুই টেস্টের সিরিজ ড্র করে ফিরেছে। পাঁচে রয়েছে ভারত। পরের জায়গাগুলিতে রয়েছে যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান। এখন যা অবস্থা তাতে ভারতকে ফাইনালে উঠতে হলে উপরের পাঁচটি দলের মধ্যে অন্তত চারটি দলকে টপকাতে হবে। কিন্তু ভারতের খেলা রয়েছে শুধু নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। সুতরাং তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি দলগুলির দিকে।